চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 174 Thursday, 25 May, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৭৪ সংখ্যা ✱ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২৫ মে, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ত্রিপুরার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন। এর ঠিক পরেই বুধবার সৌরভকে কলকাতার শেরিফ পদে বহাল করার দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পাল্টা দিয়েছেন তৃণমূলের সৌগত রায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল বিভিন্ন জায়গায় মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ায় লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০২৪ এর মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যায় সেই লক্ষ্য রেখেই কাজ করছে রাজ্য সরকার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

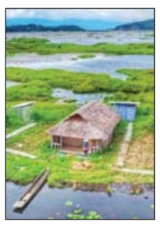

পর্যটনের জগতে এখন অন্যতম জনপ্রিয় বিষয়টা হল হোমস্টে। হোটেলে থাকতে অনেকেই এখন আর পছন্দ করছেন না। বেড়াতে গিয়েও বেশ ঘরোয়া পরিবেশে থাকতে চাইছেন সকলে। তাই পাহাড়ে এখন সুপারহিট হোমস্টে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিনা অনুমতিতেই চলছিল অনলাইন ব্যবসা। মহাতারকার ছবি ও সই ব্যবহার করার জন্য হুড়মুড়িয়ে কিনছিলেন ভক্তরা। কিন্তু কে জানত, ঠিক নজরে পড়ে যাবেন। হয়েওছে তাই। তারই জেরে রীতিমতো বিপাকে পেগাসো নামের এক সংস্থা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কেষ্টর ১১ কোটি ২৬ লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের বিপুল পরিমাণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। সব মিলিয়ে মোট ১১ কোটি ২৬ লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কেষ্ট মণ্ডলের ২৫টি অ্যাকাউন্টের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু অনুব্রতরই নয়, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সম্পত্তিও অ্যাটাচ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির হিসেব রক্ষক মণীশ কোঠারিরও ২৬ লাখ টাকার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে এর আগে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট জমা করেছিল, সেখানে তারা উল্লেখ করেছিল গরু পাচারের থেকে প্রায় ৪৮ কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড় তৈরি করেছিলেন কেষ্ট। এই বিপুল অঙ্কের টাকার পুরোটাই গরু পাচারের কালো টাকা বলে সন্দেহ করেছিল ইডি। সেই টাকার একাংশ বাজেয়াপ্ত করার জন্য ইডির তরফে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নিয়ম অনুযায়ী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট করা হয়। অনুব্রত, সুকন্যা, মণীশ কোঠারির সম্পত্তি প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্টের কথা আগের জমা দেওয়া চার্জশিটেই উল্লেখ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার সেই সম্পত্তি পুরোপুরি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল ইডি। এই সম্পত্তি যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে তৈরি হয়েছে, সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রমাণ দিয়েছে ইডি এবং প্রসিড অব ক্রাইম হিসেবে এই সম্পত্তি অ্যাটাচ করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। উল্লেখ্য, ইডির চার্জশিট অনুযায়ী, অনুব্রত মণ্ডলের মোট প্রসিড অব ক্রাইম ৪৮ কোটি টাকা। নিয়ম অনুযায়ী, ইডি পিএমএলএ আইনের ৫(১) ধারা অনুযায়ী প্রসিড অব ক্রাইম থেকে পাওয়া সম্পত্তি অ্যাটাচ করতে পারে। অ্যাটাচ করার ১৮০ দিনের মধ্যে সেই অ্যাটাচমেন্ট অর্ডার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (এখানে ইডি আদালত) কে দিয়ে কনফার্ম করাতে হয়। না হলে সেই অ্যাটাচ সম্পত্তি নিজে থেকেই রিলিজ হয়ে যায়। মূলত, অভিযুক্ত যাতে ওই সম্পত্তি হস্তান্তর করতে না পারে এবং সেই সম্পত্তি থেকে কোনও আর্থিক লাভ না পায়, তা নিশ্চিত করতেই সম্পত্তি অ্যাটাচ করা হয়ে থাকে। তবে যতক্ষণ না একজন অভিযুক্ত আদালতে দোষী প্রমাণিত হচ্ছে, ততদিন সেই সম্পত্তি সরকার নিজে নিয়ে নিতে পারে না। এক্ষেত্রেও অনুব্রত এবং মনীশের ব্যাঙ্কের টাকার সুদ থেকে শুরু করে সম্পত্তির থেকে পাওয়া লাভ অনুব্রত বা তাঁর পরিবারের কেউ পাবেন না। যদিও, অভিযুক্ত এক্ষেত্রে আদালতে যেতে পারেন। উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে অ্যাটাচ সম্পত্তি রিলিজ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আদালত নির্দিষ্ট শর্তে অ্যাটাচ সম্পত্তি রিলিজ করে দিয়েছে, এরকমও অনেক উদাহরণ আছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৯ শতাংশ

প্রথম সহ প্রথম দশে নয় পড়ুয়া নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ প্রকাশিত হল চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। এদিন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মেধাতালিকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''এবারের মোট আবেদনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,৫২,৪৪৪ জন। মোট পরীক্ষা দিয়েছেন ৮,২৪,৮৯১ জন। পাশ করেছে ৭,৩৭,৮০৭ জন। পাশের হার ৮৯.২৫ শতাংশ। পাশের হারে জেলাভিত্তিক প্রথম হয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর। ১১ টি জেলায় পাশের হার ৯০ পার্সেন্ট বেশি।'' তিনি বলেন, ''এবারের মেধাতালিকায় রয়েছেন ৮৭ জন। প্রথম হয়েছেন শুভ্রাংশু সর্দার।'' মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে ও উঠে এলো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নাম। এ বারের উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম তো বটেই, প্রথম দশেও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদেরই জয়জয়কার, আর তাই চলছে স্কুলে উৎসব। এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে তাক লাগানো নং পেলো রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছেন শুভ্রাংশু সর্দার। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র শুভ্রাংশু। কিন্তু কেবল শুভ্রাংশুই নন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়াতেই ছয়লাপ এ বারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে। প্রথম দশে শুধুমাত্র সেই স্কুলের ৯ জন পড়ুয়া। চোখধাঁধানো ফল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সকলেই। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শুভ্রাংশু সর্দার, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দু'জন। মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকে ও ভাল ফল করলো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে তাদের বিদ্যালয়েরই ন'জন পড়ুয়া রয়েছেন। আর এই নজরকাড়া সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের পড়ুয়া থেকে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। এই স্কুল থেকে রাজ্যে প্রথম হয়েছেন শুভ্রাংশু সর্দার। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ হয়েছেন নরেন্দ্রপুরের নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অর্কদীপ ঘরা। ওই স্কুল থেকে ৪৯০ নম্বর পেয়ে সপ্তম হয়েছেন বিতান শাসমল, অর্ক ঘোষ এবং অভিরূপ পাল। ৪৮৯ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে অষ্টম হয়েছেন নরেন্দ্রপুরের সৈয়দ সাকলাইন কবীর। ৪৮৮ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম হয়েছেন সায়ন সাহা এবং অর্ক প্রতিম দে। স্কুলের এমন দুর্দান্ত ফলাফলে খুশি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দজী। তিনি বুধবার রেজাল্ট বার হবার পরে বলেন, ''খুবই আনন্দের খবর। আমরা আশা করেছিলাম, ২০১৫ সালের পর এ বার হয়তো আবার মেধা তালিকায় আসবে আমাদের কোনও ছাত্র। ছেলেটি ভাল ফল করবে তা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানে আসবে তা আমরা বুঝতে পারিনি। প্রথম দশে আমাদের স্কুলের ন'জন ছাত্র আছে। আমরা খুব খুশী।'' গত ১৯ মে মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছিল। তাতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১২ জন পড়ুয়ামেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই স্কুল। নরেন্দ্রপুরের এই ফলাফলে খুশি জেলা সহ এলাকার মানুষ।

'অপেক্ষা করুন এবং দেখুন কী হয়', রাজ্য নির্বাচন কমিশনার প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করার বিষয়ে নবান্নের পাঠানো ফাইলে রাজভবনের অনুমোদন এখনও পর্যন্ত না পাওয়া ঘিরে চাপা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সময়ের মধ্যে রাজ্যপালের অনুমোদন মিলবে কি না। আর যদি তা না হয়, তাহলে কি আবার রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত শুরু হবে? এমন বিভিন্ন প্রশ্ন যখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে, তখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত ফাইলের বিষয়ে মুখ খুললেন স্বয়ং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার রাজ্যপালকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''আমি রাজনীতির মধ্যে নেই। অপেক্ষা করুন এবং দেখুন কী হয়।'' রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন সৌরভ দাস। কিন্তু তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। চলতি মাসের ২৯ তারিখ শেষ হয়ে যাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সৌরভ দাসের কার্যকালের মেয়াদ। এমন অবস্থায় নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রাজীব সিনহাকে চাইছে নবান্ন। অতীতে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে কাজ করেছেন রাজীব সিনহা। জানা যাচ্ছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রাজীব সিনহার নাম প্রস্তাব করে গত ১৮ মে নবান্ন থেকে ফাইল পাঠানো হয়েছে রাজভবনে। কিন্তু সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত সেই ফাইলে সই করেননি রাজ্যপাল। আর তা নিয়েই চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। উল্লেখ্য, সৌরভ দাসের রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কাজ করার মেয়াদ আগেই ফুরিয়েছিল। ৩১ মার্চ তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। কিন্তু তারপর আরও দুই মাসের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। সেই বর্ধিত মেয়াদও এবার শেষ হওয়ার পথে। এমন অবস্থায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে চাইছে রাজ্য। রাজ্যের তরফে সেই প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে রাজভবনে। কিন্তু সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তাতে রাজ্যপালের সই মেলেনি।

কুন্তলকে জেলে গিয়ে জেরা সিবিআইয়ের, অভিষেকের বয়ান নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ তাঁর চিঠির ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত শনিবার ৯ ঘণ্টা ৪০ মিনিট জেরা করেছে সিবিআই। অভিষেকের সেই বয়ান নিয়ে বুধবার জেলবন্দি কুন্তল ঘোষকে জেরা করতে গেলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন বহিষ্কৃত যুব তৃণমূল নেতা। জানা গিয়েছে, অভিষেকের বক্তব্য আর কুন্তলের কথা মিলিয়ে দেখতে যাইছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। যা এই তদন্তে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। তদন্তের প্রেক্ষাপট ২৯ মার্চ শহিদ মিনারের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ২০১৪ সাল থেকে তাঁকে টার্গেট করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেছিলেন, সারদার সময়ে মদন মিত্র, কুণাল ঘোষকে বলা হয়েছিল অভিষেকের নাম বলতে। তার পরের দিন অর্থাৎ ৩০ মার্চ কোর্টে পেশ করা হয় কুন্তল ঘোষকে। কাকতালীয়ভাবে সেদিন কুন্তল ঘোষ বলেন, তাঁকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি চাপ দিচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার জন্য। এখানেই শেষ নয়। এরপর জেলবন্দি কুন্তল চিঠি লেখেন নিম্ন আদালতের বিচারক ও হেস্টিংস থানাকে। সেখানেও তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সি তাঁকে অভিষেকের নাম বলানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পৃথক এফআইআর করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন অভিষেক।

রাজ্য-রাজ্যপাল চরম সংঘাতের ইঙ্গিত!

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কৈফিয়ৎ তলব রাজভবনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ রাজ্যে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে সাপ্তাহিক রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু রাজভবনের সেই নির্দেশ মেনে রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট জমা না দেওয়ায় রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কৈফিয়ৎ তলব করা হল। একাংশের মতে, কার্যত উপাচার্যদের শোকজ করলেন রাজ্যপাল। রাজভবন সূত্রে খবর সিধু কানহু বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেই ইমেইল মারফত কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে রাজভবনের তরফে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বলেই রাজভবন সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল রাজভবনের তরফে। সাপ্তাহিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কিত রিপোর্ট ও জমা দিতে বলা হয়। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসরদের নামের তালিকা ও দিতে বলা হয় রাজভবনের তরফে। কিন্তু মাসখানে পেরিয়ে যাবার পরেও রাজভবনের কাছে সেই রিপোর্ট বা অধ্যাপকদের নামের তালিকা জমা পড়েনি বলে সূত্রের খবর। তারপর ফের ১৯ মে রাজভবনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু সেই চিঠি পাঠানোর পরেও কোন রিপোর্ট জমা না পড়ায় রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কৈফিয়ৎ তলব করেছে রাজভবন বলেই সূত্রের খবর। এপ্রিল মাসে প্রথম সপ্তাহে রাজভবনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেখানে আর্থিক লেনদেনের বিষয় বা কোনও জটিলতা কাটাতে সরাসরি রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত এমন যে কোনও সিদ্ধান্ত আচার্য বা রাজ্যপালের আগাম অনুমতি নিতেও বলা হয়েছিল ওই নির্দেশিকায়। জমা দিতে বলা হয়েছিল লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় তথ্য। উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, আচার্যের বা রাজ্যপালের পাঠানো চিঠি নিয়ে আপাতত উপাচার্যদের ধীরে চলো নীতি নিতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আচার্য বা রাজ্যপালের পাঠানো চিঠি নিয়ে সরব হয়েছেন। রাজ্যপালের বদলে বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর যে বিল বিধানসভায় পাশ হয়েছিল সেই বিলে রাজ্যপাল কেন স্বাক্ষর করছেন না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। যদিও রাজ্যপালের কৈফিয়ৎ তলব নিয়ে অবশ্য উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

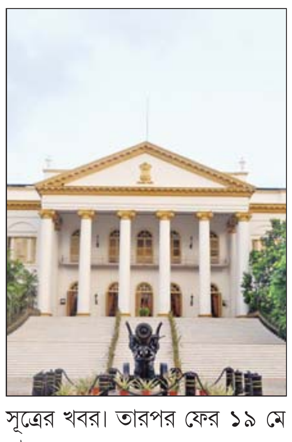

বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ একশ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার ওই প্রকল্পের জব কার্ডধারীদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থানের উদ্যোগ নিচ্ছে। পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাজ্যজুড়ে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের প্রকল্পে তিন লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারকে নিয়োগ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের প্রথম দুমাসে এই প্রকল্পে প্রায় ১৬ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দু মাসে বিভিন্ন রাজ্য সরকারি প্রকল্প মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

সোনার দোকানে ডাকাতিতে বাধা পেয়ে গুলি, মৃত ১, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২৪ মেঃ ভরসন্ধ্যায় সোনার দোকানে ডাকাতির চেষ্টা। বাধা পেয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল ডাকাত দল। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সোনার দোকানের মালিকের ছেলের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও দুই। বুধবার সন্ধ্যাবেলায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীর সেন্ট্রাল রোড এলাকায়। ডাকাতদের গুলিতে মৃত্যু হয় ওই সোনার দোকানের মালিকের ছেলে নীলাদ্রি সিংহের। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, জনবহুল ওই এলাকায় ওই সোনার দোকানে এ দিন সন্ধের মুখে হানা দেয় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। সোনার দোকানে ঢুকে ডাকাতির চেষ্টা করলে বাধা দেন দোকান মালিক এবং তাঁর ছেলে। তখনই পরের পর গুলি চালাতে শুরু করে ডাকাত দল। গুলি লাগে সোনার দোকানের মালিকের ছেলে নীলাদ্রি সিংহের। ব্যারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম সাহা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় দোকানের নীলাদ্রি ছাড়াও তাঁর বাবা দোকান মালিক নীলরতন সিংহ এবং দু জন কর্মচারী ছিলেন। আচমকাই দোকানে ঢুকে পড়ে চার দুষ্কৃতী। নীলাদ্রি লুঠপাটে বাধা দিতে গেলেই গুলি চালাতে শুরু করে তারা। নীলাদ্রি ছাড়াও তাঁর বাবার শরীরেও গুলি লাগে। মাত্র ছ' মাস আগে নীলাদ্রির বিয়ে হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ব্যারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ২৮ বছর বয়সি ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দোকানের নিরাপত্তা রক্ষী সহ মোট দু জন গুরুতর জখম অবস্থায় ব্যারাকপুরেরই একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মোট চার জন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে চেপে ওই সোনার দোকানে হানা দেয়। গুলি চালানোর ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় ডাকাত দল। দোকান এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত এবং গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

৯ বছরের বোনকে খুনের পর টুকরো করে অ্যাসিডে পোড়াল ১৩ বছরের কিশোরী ও প্রেমিক

পাটনা, ২৪ মেঃ হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গিয়েছিল ৯ বছরের মেয়েটি। দিনমজুর বাবা, কাজের জন্য বাইরে ছিলেন। মেয়ের নিখোঁজের বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তার মা। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত যে ওই নাবালিকার পচা-গলা, অ্যাসিডে পোড়া দেহাংশ উদ্ধার হবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। কেউ ভাবতেও পারেনি, এই হত্যার দায়ে তার ১৩ বছর বয়সী দিদি এবং তার প্রেমিককে গ্রেফতার করা হবে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বৈশালী জেলায়। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকাটির দিদি এবং তার প্রেমিক দুজনে মিলে ওই নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল। তারপর, তাদের জনদহের বাড়িতেই একটি বাক্সে ভরে দেহটি রেখে দিয়েছিল তারা। পরদিনই দেহটিতে পচন ধরতে শুরু করেছিল। কটু গন্ধ বের হতে শুরু করেছিল। এরপর, ১৩ বছরের মেয়েটি এবং তার প্রেমিক মিলে, বোনের দেহটি কেটে টুকরো টুকরো করেছিল এবং অ্যাসিড দিয়ে দেহাংশগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর বাড়ির পিছনে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল পোড়া দেহংশগুলি। কিন্তু, সেগুলি গ্রামবাসীদের নজরে পড়ে যায়। তারাই স্থানীয় থানায় খবর দিয়েছিল। এরপরই খুনের ঘটনাটি সামনে আসে বলে, জানিয়েছেন

বৈশালীর পুলিশ সুপার রবিরঞ্জন কুমার। কিন্তু, ওই দেহাংশগুলি কার, তা শনাক্ত করতে সমস্যায় পড়েছিল পুলিশ। শেষে পুলিশ কুকুর এবং ফরেন্সিক ল্যাবের সহায়তা নেয় তারা। পুলিশ সুপার বলেছেন, ''আমরা এরপর ঘটনাস্থলে ডগ স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক টিম পাঠিয়েছিলাম। তারা দেহাংশগুলি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে। দেখা যায় দেহাংশগুলি কোনও নাবালক বা নাবালিকার। এরপর আমরা ওই এলাকায় যে যে শিশু নিখোঁজ বলে রিপোর্ট করা হয়েছে, তাদের সন্ধান করা শুরু করি। দেখা যায় ১৬ মে একটি ৯ বছরের শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। আর দেহংশগুলি পাওয়া গিয়েছিল ১৯ তারিখ। আমরা এরপর দেহংশগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাই। দেহাংশগুলি ওই ৯ বছরের মেয়েটিরই বলে পুলিশের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আসে।'' এরপর, নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের জেরা করা শুরু করেছিল পুলিশ। এসপি রবিরঞ্জন কুমার জানিয়েছেন, নাবালিকর দিদিকে জেরা করতেই সে ভেঙে পড়েছিল এবং পুলিশের কাছে পুরো ঘটনাক্রম খুলে বলেছিল। ১৩ বছরের মেয়েটি জানায়, দিন কয়েক আগে সে এবং তার প্রেমিক শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তার বোন তাদের আপত্তিকর অবস্থায় দেকে ফেলেছিল। বোন তার বাবা-মাকে তাদের বিষয়ে জানিয়ে দেবে বলে ভয় পেয়েছিল সে। আর তাই প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে বোনকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল।

বৃহস্পতিবার অসম সফরে অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ২৪ মে ঃবৃহস্পতিবার অসম সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগরকে কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ২৫ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুয়াহাটিতে আসাম সরকারের সরকারি বিভিন্ন বিভাগের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৪৫ হাজার ৭০৩ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। রাজ্যের বিজেপি সরকারের ১ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে আগামী কাল।গুয়াহাটির খানাপাড়ায় ভেটেরিনারি ময়দানে এক অনুষ্ঠানে ওইসব নিয়োগপত্র বিতরণ করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বৃহঃবার কর্মসূচির সময় ৪৪,৭০৩ জন সফল প্রার্থীকে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই দিনে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

বুধবারেও অপরিবর্তিত রয়েছে জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও বুধবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৭৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।বুধবার ইন্ডিযান অযেল্ কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

আইপিএলে ২০০ রানের ইনিংস, গড়েছে নতুন রেকর্ড

মুম্বাই, ২৪ মে ঃএবারের আইপিএলটা বোলারদের কাছে দু ঃস্বপ্ন। কেন নয়? এবার প্রতি ম্যাচেই যে বয়েছে রানের বন্যা। আর এই রান বন্যায় এই আইপিএলটা গড়ে ফেলেছে এক নতুন রেকর্ড। যা এর আগে কোনও আইপিএলের আসরে হয়নি। এবারের আইপিএল বেশকিছু নতুন নিয়ম নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই নতুন নিযমের মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলেছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মটি। এই নিয়ম অনুযায়ী, দুই দলই একটি ম্যাচে একজন অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান কিংবা অতিরিক্ত বোলার নিয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে। তবে একজন বোলারের চেয়ে একজন অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলেই বেশি সুবিধা পাচ্ছে দলগুলো। যার ফলে, এবারের আইপিএলে ২০০ রানের দেখা পেয়েছে দলগুলো।এবার আইপিএলে গ্রুপ পর্বেই যতগুলো ২০০ রান হয়েছে, তা আগের কোনো আসরে হয়নি। এখনও আইপিএলের প্লে-অফ ম্যাচ চলছে। হতে পারে আরও ২০০ রানের ইনিংস। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে এবারের আইপিএলে আপাতত ৭০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে ৩৫টি ইনিংসে ২০০ কিংবা তার অধিক রান হয়েছে। আগের ১৫ আসরের কোনোটিতে এতগুলো ২০০ রানের ইনিংস ঘটেনি।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষতি করে এমন উপাদানকে বরদাস্ত নয়ঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

সিডনি, ২৪ মে ঃ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি করে এমন কোনও উপাদানকে কখনই বরদাস্ত করা হবে না। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে জোর দিয়ে বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অস্ট্রেলিয়ার মন্দিরে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এবং আমি, অতীতে অস্ট্রেলিয়ার মন্দিরে হামলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের বিষয়ে আলোচনা করেছি। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি করে এমন কোনও উৎপাদানকে কখনই বরদাস্ত নয়। প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ আবারও আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, তিনি ভবিষ্যতেও এই ধরনের উপাদানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকালে সিডনির অ্যাডমিরালটি হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি আনুষ্ঠানিক গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। পরে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক বিনিময়ের সাক্ষী হন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে মোদী বলেছেন, বিগত এক বছরে এটি আমাদের ষষ্ঠ বৈঠক। এই বৈঠক আমাদের সম্পর্কের গভীরতা এবং আমাদের সম্পর্কের পরিপক্কতা প্রতিফলিত করে। ক্রিকেটের ভাষায়, আমাদের বন্ধন টি-২০ মোডে প্রবেশ করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, খনিজ সেক্টরে আমাদের কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আমরা গঠনমূলক আলোচনা করেছি...আমরা সবুজ হাইড্রোজেনের উপর একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মোদী ও অ্যান্টনি যৌথ প্রেস বিবৃতি জারি করার পর সিডনিতে খোলামেলা কথোপকথনও করেছেন।

ঝাড়খণ্ডে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি, রাঁচি বিমানবন্দরে স্বাগত জানান রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী

দেওঘর (ঝাড়খণ্ড), ২৪ মে ঃ বুধবার তিন দিনের সফরে ঝাড়খণ্ডে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেওঘর বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে প্রার্থনা করার পরে, তিনি দেওঘর বিমানবন্দর থেকে একটি বিশেষ বিমানবাহিনীর বিমানে দুপুর ১২টায় রাঁচির বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে মুর্মু প্রথমে দেওঘর বাবা বৈদ্যনাথের দরবারে যান। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে শঙ্খধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এখানে পুরোহিতরা ষোড়শপচার পদ্ধতিতে বাবা বৈদ্যনাথের পূজা করেন। পূজার পর পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মিথিলেশ কুমার ঠাকুর টেম্পল শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে একটি পোশাক এবং একটি স্মারক উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানান। দেওঘরে সাংসদ নিশিকান্ত দুবেও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।রাজ্যপালের সফরের জন্য রাঁচিতে তিন হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হযেছে। বিমানবন্দর থেকে রাজভবন পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং রাজ্য পুলিশের কর্মীরা সর্বত্র উপস্থিত রযেছে। পুলিশ সদস্যরা উঁচু ভবন থেকে রাস্তায় নজর রাখছেন। এডিজি এবং সিনিয়র আইএএস নজরদারি করছেন। রাষ্ট্রপতি ভগবান বিরসা মুণ্ডার মূর্তির পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি অ্যালবার্ট এক্কা চকে শহীদ অ্যালবার্ট এক্কার মূর্তির পুষ্পস্তবক অর্পণের পর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

সক্রিয় রোগী কমে ০.০১ শতাংশ ভারতে করোনায় মৃত্যু আরও ৬ জনের, সুস্থতা ঊর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, পাশাপাশি সুস্থতার হারও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫৫২ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৬,৫৯১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৬ জনের মৃত্যুর পর বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৪৯ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৪৯,৪৫১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৪৩৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,০১,২৭৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ মে সারা দিনে ভারতে ১,০৯,৬৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জেনেভায় ৭৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ভাষণ দেবেন ডাঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ ২১ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অনুষ্ঠিত ৭৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া। এ সময় তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশেও ভাষণ দেবেন।একটি স্বাস্থ্যকর বিশ্বের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর মূল ভাষণ পার্শ্ব ইভেন্টগুলিতে ওষুধের ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে 'ভারতে নিরাময় এবং ভারত দ্বারা নিরাময়' এবং সেইসাথে 'টুগেদার উই ফাইট অ্যাগেইনস্ট টিবি'-এ উপর ভাষণ দেবেন।স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ডাঃ মান্ডাভিয়া সারা বিশ্বের দেশগুলির সাথে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতার সুযোগ উন্নীত করবেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কাতার এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত । এছাড়াও, ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা) প্রতিনিধিদের সাথে একটি বহুপাক্ষিক বৈঠকেরও কথা রয়েছে।

ইতিহাসে 'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়া

মুম্বাই, ২৪ মে ঃ ইতিহাস গড়লেন ভারতের 'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়া। এই প্রথম কোনও ভারতীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট হিসেবে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন নীরজ। সেই সঙ্গে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সাম্প্রতিক ক্রমপর্যায় অনুযায়ী, পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো ইভেঃটে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় হয়েছেন নীরজ। নীরজের স্কোর ১,২৫৫। দ্বিতীয় স্থানে আছেন গ্রানাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। তাঁর স্কোর ১,৪৩৩। তৃতীয় স্থানে আছেন চেক প্রজাতন্ত্র জাকুব ভাদলেখ (স্কোর ১,৪১৬)।

জামাইষষ্ঠীর আগে ইলিশ মাছ কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে আমজনতার

নিজস্বসংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুরঃনানান ধরনের মাছ চাষ ও মাছ বিক্রির জন্য গোটা বাংলা জুড়ে সুপরিচিত ও বিখ্যাত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত স্থান গঙ্গারামপুর। জামাইষষ্ঠীর আগে গঙ্গারামপুর মাছ বাজারে আগুন ইলিশের দামে।জামাইদের আদর আপ্যায়নে কোনরকম খামতি রাখতে নারাজ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। তাই এই পরিস্থিতিতে অগ্নিমূল্য বাজারদর ভাবাচ্ছে আমবাঙালিদের।কথায় আছে মাছে-ভাতে বাঙালি। পাতে মাছ না পরলে যেকোনে অনুষ্ঠানই অপূর্ণ থেকে যায় বাঙালিদের। তবে এই উৎসবে ইলিশের চাহিদাটাই বেশি থাকে। চলতি বছরে সেই ইলিশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত আম বাঙালি, তার প্রধান কারণ অতিরিক্ত দাম। বাজারে ইলিশ কিনতে গিয়ে হাতে ছেঁকা খেতে হচ্ছে মধ্য বিত্তদের।মূলত, ইলিশের কম সরবরাহ থাকায় পাইকারি ও খুচরা বাজারে দাম বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। ইলিশের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা। বাজারে এক কেজি বা তার চেয়ে কিছুটা বেশি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১৭০০-১৮০০ টাকায়।একসপ্তাহ আগে যা ছিল ১৩০০-১৪০০ টাকা। এছাড়াও ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১২০০-১৩০০ টাকা মূল্যে। গঙ্গারামপুরের পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন মাছ বাজার, পান সমিতি মাছ বাজার, কালদিঘি ও ধলদিঘি মাছ বাজার সহ বিভিন্ন জায়গাতেও ইলিশ মাছের দাম রয়েছে চড়া। এছাড়াও জামাইষষ্ঠীর আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন উৎপাদানের দাম বেড়েছে চড়া যা কিনতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সেই চড়া দামের আগুনে হাত পুড়ছে। তবুও জামাই আদরে খামতি না রাখতে জামাই আপ্যায়নের জন্য কার্যত কৃপণতা না করে পকেট থেকে প্রচুর টাকা গুনে মিষ্টি মন্ডা মিঠাই মাছ মাংস ও সাথে বাঙালির মাছের রাজা ইলিশ কিনতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন সকলে, তা বলাই বাহুল্য।

এবার ডিএমকে, আরজেডি ও এনসিপি-সহ ৪ দল, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বয়কটের সিদ্ধান্ত বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃতৃণমূল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির পর এবার ডিএমকে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, এনসিপি ও ভিদুথালাই চিরুথাইগাল কাটচি (ভিসিকে) দলও জানিয়ে দিল, আগামী রবিবার (২৮ মে) নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন কর্মসূচিতে যোগ দেবে না তাঁদের দল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী রবিবার নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করবেন। সেই কর্মসূচিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি বলেই অভিযোগ কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের। আর তাই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অধিকাংশ বিরোধী দল। এবার সেই তালিকায় ডিএমকে ও আরজেডি-র নামও যুক্ত হল, যুক্ত হয়েছে এনসিপি ও ভিসিকে-র নামও। বুধবার ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা বলেছেন, ডিএমকে (দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগাম) নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বযকট করবে। আরজেডিও একই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, আমরা নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।আবার উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ সাংসদ সঞ্জয় রাউত বুধবার জানিয়েছেন, সমস্ত বিরোধী দল ২৮ মে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বযকট করার সিদ্ধান্ত নিযেছে এবং আমরাও তাই করব। ভারত রাষ্ট্র সমিতি অবশ্য এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। বুধবার ভারত রাষ্ট্র সমিতির সাংসদ কে কেশব রাও বলেছেন, আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি, এটা অসম্ভাব্য যে আমরা অংশগ্রহণ করব। কিন্তু আমরা বৃহস্পতিবার নিজেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। এনসিপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনসিপি নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না, দল এই ইস্যুতে অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলগুলির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সংসদের অভিভাবক হলেন রাষ্ট্রপতি। কারণ, সংবিধানের ৭৯ ধারায় বলা হয়েছে, সংসদ রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে গঠিত। তাই তাঁরই উচিত নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করা। কিন্তু উদ্বোধন দূর অস্তু, রবিবারের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ মে ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।আগামীর প্রত্যেকটি দিন তোমাদের সাফল্যময় হোক।প্রসঙ্গত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার পাশের হার ৮৯.২৫ শতাংশ। ছেলের পাশের হার ৯১.৮৬ শতাংশ, মেয়েদের পাশের হার ৮৭.২৬ শতাংশ। পাশের হারের নিরিখে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর। ১১ জেলায় পাশের হার ৯০ শতাংশের বেশি।প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৮ শতাংশের বেশি।

অনুব্রত-র জামিনের আবেদন আইনজীবীর, দিল্লির আদালতে শুনানি ১০ জুলাই

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ গরু পাচার মামলায় আপাতত তিহাড় জেলে বন্দি অনুব্রত মণ্ডল। জুলাই মাসে তৃণমূল নেতার জামিনের আবেদন শুনবে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। ১০ জুলাই সেই মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।বুধবার রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে অনুব্রতের মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে তৃণমূল নেতার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী মুদিত জৈন। ১০ জুলাই জামিনের সেই মামলার শুনানি হবে বলে আদালত জানিয়েছে। এর পর অনুব্রতকে ১২ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।এদিন এ প্রসঙ্গে মুদিত বলেন, ' শুনানির সময় তৃণমূল নেতার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁরা আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। ১০ জুলাই সেই জামিন মামলার শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে। আপাতত অনুব্রতকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।''প্রসঙ্গত, এর আগে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তিহাড় থেকে আসানসোল জেলে ফেরত যাওয়ার আবেদন করেছিলেন গরু পাচার মামলায় ধৃত বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি। গত ৪ মে অনুব্রতের সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক রঘুবীর সিং।

প্রত্যাশা ছিলই, সর্বসম্মতিক্রমে কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত ইউ টি খাদের

বেঙ্গালুরু, ২৪ মে ঃ প্রত্যাশা ছিলই, বুধবার সর্বসম্মতিক্রমে কর্ণাটক বিধানসভার (বিধান সৌধ) স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন ৫-বারের বিধায়ক ইউ টি খাদের। কর্ণাটক বিধানসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য মঙ্গলবারই মনোনয়ন পত্র জমা দেন কংগ্রেস বিধায়ক ইউ টি খাদের। ওই দিন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের উপস্থিতিতে অধ্যক্ষ পদের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করেন ৫-বারের বিধায়ক ইউ টি খাদের।আর বুধবার সর্বসম্মতিক্রমে কর্ণাটক বিধানসভার (বিধান সৌধ) স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন ৫-বারের বিধায়ক ইউ টি খাদের। কর্ণাটকের ৫-বারের এই বিধায়ক রাজ্য বিধানসভার সর্বকনিষ্ঠ স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন। ইউ টি খাদের কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুর ৫-বারের বিধায়ক।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মমতার অভিনন্দন

কলকাতা, ২৪ মে ঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, ২০২২ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আমি অভিনন্দন জানাই। তাঁরা শীঘ্রই মর্যাদাপূর্ণ আইএএস, আইপিএস পরিবারের অংশ হবেন। আমি অত্যন্ত খুশি যে তাদের মধ্যে ৩৪ নারী। আমি উজ্জ্বল এবং সমমানের একটি সমাজে আত্মবিশ্বাসী। পরীক্ষার প্রথম ৪টি স্থানই নারীরা পেয়েছেন। নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের এমন একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে যেখানে একজন নারীকে অঙ্গুলিহেলনে ডাকা যাবে না। মানুষ গণধর্ষককে প্রশ্রয় দেওয়ার আগে দুবার ভাববে, পুরুষরা নারীদের দমন করার আগে দুবার ভাববে। যাতে আমাদের সু ন্দর জাতি সমতার নীতিতে উন্নতি লাভ করে।আপনারা আমাদের শক্তি। আপনারা অল্প বয়সী মেয়েদের তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে, ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী ভারত তৈরির জন্য উসাহিত করবেন।দেশের অন্যতম কঠিন এই পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয় ভবিষ্যতের আইএএস, আইএফএস, আইপিএস এবং অন্যান্য গ্রুপ এ ও বি-এর মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। প্রিলিমিনারি, মেন এবং ব্যক্তিগত ইন্টারভিউয়ের মধ্যে দিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ বছর সিভিল সার্ভিসে শীর্ষস্থান দখল করেছেন ঈশিতা কিশোর। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছেন গরিমা লোহিয়া, উমা হারাথি এন ও স্মৃতি মিশ্র। গত মঙ্গল টুইট করে প্রথম তিনজন ও সফলদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছে।

কাশ্মীরের কিশত্বরে ক্রুজার গাড়ি দুর্ঘটনায় ৭ শ্রমিকের মৃত্যু, আহত আরও বেশ কয়েকজন

শ্রীনগর, ২৪ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় ক্রুজার গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন শ্রমিক। পাকাল দুল প্রকল্পের একটি ক্রুজার গাড়ি বুধবার সকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, এই দুর্ঘটনায় ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যুর পাশাপাশি একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। কিশত্বর জেলার ডিসি জানিয়েছেন, পাকাল দুল প্রকল্পের ওই ক্রুজার গাড়িতে মোট ১০ জন ছিলেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ডাংডুরু ড্যাম সাইটে দুর্ভাগ্যজনক সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে এখনই কিশত্বরের ডিসি দেবাংশ যাদবের সঙ্গে কথা হয়েছে। ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের জেলা হাসপাতাল অথবা জিএমসি ডোডায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য, প্রয়োজন অনুযাযী, প্রদান করা হবে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, ক্রুজার গাড়িটি দাচান এলাকায় ডাংডুরু পাওয়ার প্রজেক্টের কর্মীদের নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়

বিনোদন জগতে ফের দু ঃসংবাদ, অকালেই প্রয়াত 'অনুপমা' খ্যাত অভিনেতা নীতেশ পাণ্ডে

নাসিক, ২৪ মে ঃ বিনোদন জগতে ফের দু ঃসংবাদ! অকালেই প্রয়াত হয়েছেন ' খ্যাত অভিনেতা নীতেশ পাণ্ডে। হারাজঃস্ত্রের নাসিকের ইগতপুরীতে একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হয়েছে টিভি তারকা নীতেশ পাণ্ডের মরদেহ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের একটি টিম হোটেলে পৌঁছেছে এবং তদন্ত চলছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের অপেক্ষায় রযেছে পুলিশ। হোটেলের কর্মচারী ও তাঁর কাছের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।বহু সিরিয়াল এবং ছবিতে কাজ করেছেন নীতেশ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১। অভিনেতার মৃত্যুর খবর জানান তাঁর শ্যালক। নাসিকে শুটিং করছিলেন অভিনেতা। সেই সময়ই আচমকা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। সম্প্রতি তাঁকে দেখা গিয়েছিল রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ' অনুপমা সিরিয়ালে। এ ছাড়াও অসংখ্য সিরিয়ালে কাজ করেছেন। মূলত কৌতুকাভিনেতার চরিত্রেই অভিনয় করতেন তিনি।এ ছাড়াও শাহরুখ খানের সঙ্গে ' শান্তি ওম', সলমন খানের সঙ্গে ' দবাং ও পরিচালক দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' খোলসা কা ঘোশলা'-র মতো ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রায় ২৫ বছর ধরে হিন্দি টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। অভিনেতার আচমকা মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী অর্পিতা পাণ্ডে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫মে মঙ্গলবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৫মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১০ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এড্রিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৩২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার- সকাল ৯ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ৭ মিনিটে তবে পরিবর্তন হবে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ শারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে।শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। অর্থ ব্যয়।

মিথুন রাশিঃসীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। সংসারে শান্তি হবে।

কর্কট রাশিঃখাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে

সিংহ রাশিঃউচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। বিবাহের যোগ হবে

কন্যা রাশিঃআপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। শুভ

তুলা রাশিঃআপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অর্থ ব্যয়

বৃশ্চিক রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। আজ, আপনার এক ভাইবোন আপনার কাছ থেকে ঋণ নিতে

ধনু রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন।। বিদেশ যাত্রা শুভ

মকর রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে।শুভদিন

কুম্ভ রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। সংসারে শান্তি।

মীন রাশিঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে।, বায়ু, রোদ, প্রজাপতি সব থাকে।

রাজ্য জুড়ে চলছে ধরপাকড়, সোদপুর থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বাজি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ এগরা, বজবজ, ইংরেজবাজার-একের পর এক বিস্ফোরণ কাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের। ঘটনার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসন। এহেন অবস্থায় রাজ্য জুড়ে বেআইনি বাজির বিরুদ্ধে চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। জেলায় জেলায় চলছে তল্লাশি অভিযান। এবার সোদপুর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বাজি। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ঘোলা থানার অন্তর্গত সোদপুর আনন্দলোক সেন্ট্রাল রোড এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ কেজিরও বেশি বাজি উদ্ধার হয়। সুকান্ত নাথ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় অভিযুক্ত সুকান্ত নাথের স্ত্রী সুস্মিতা নাথকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে ঘোলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি, নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে লাগাতার এই অভিযান চলবে বলে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর। এদিকে, দক্ষিণেশ্বর থেকে বিপুল পরিমান বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার হয়। প্রায় ৩০০ কেজিরও বেশি বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার করা হয় এই এলাকা থেকে, সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে এই অভিযান চালানো হয়। দক্ষিণেশ্বর থানা এলাকার আড়িয়াদহ এলাকার শ্রী গোপাল মল্লিক রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার করা হয় জনৈক এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে, যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার আগরপাড়ায়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মে ঃ বুধবার সকালে ঘর থেকে ১৭ বছরের আশ মহম্মদ এবং সাহানা আরা নামে এক নাবালক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে খড়দা থানা এলাকার আগরপাড়ায়। পরিবারের দাবি, ওই দুই নাবালক চার মাস আগে নিজেরা বিয়ে করেছিল। খড়দা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে । দু'জনের অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় পুলিশ বিয়ের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, আশ মহম্মদ এবং সাহানা দু'জনেরই বয়স ১৭ বছর । বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে না থেকে তারা পাশেই আদালা বাড়িতে থাকত দু'জনে। আশ মহম্মদ কাঠের আসবাবপত্রের কাজ করত। গতকাল রাতে তার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। সেই সময় সাহানার সঙ্গে আশের বোন রুজিয়ানা ছিলেন। তবে, মাঝরাতে আশ ফিরলে রুজিয়ানা বাড়ি ফিরে যান। রুজিয়ানার দাবি অনুযায়ী, রাতে সব স্বাভাবিক ছিল। বুধবার সকালে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও আশ মহম্মদ এবং সাহানা ঘরের দরজা খুলছিল না দেখে সকলে তাদের ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু, ভিতর থেকে কোনও সাড়া শব্দ না-পেয়ে দরজা ভাঙা হয়। ঘরে ঢুকে তাঁরা দেখেন দু'জনেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খড়দা থানার পুলিশ দেহ দু'টি উদ্ধার করে সাগর দত্ত হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্তকারী আধিকারিকরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছেন।

কুলতলির পুকুর থেকে উদ্ধার কুমির

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৪ মে ঃ বিশালাকৃতির কুমির উদ্ধার সুন্দরবনের রায়দীঘি রেঞ্জের কুলতলির মৈপিঠ উপকূল থানার অম্বিকানগরে।

কুলতলির মৈপিঠ উপকূল থানার অধীনস্থ অম্বিকানগর থেকে বিশাল আকৃতির কুমির উদ্ধার করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদপ্তর। মঙ্গলবার বিকালে মৈপিঠ উপকূল থানার অধীনস্থ অম্বিকানগরে রঘু কর নামে এক ব্যক্তির পুকুরে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি কুমিরকে দেখতে পায়। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বন দফতরের নলগোড়া বিট অফিসে। নলগোড়া বিটের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার সনৎ দে তার বিশাল টিম সহ এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় পুকুর টাকে ঘিরে ফেলে। রায়দিঘি রেঞ্জের অন্তর্গত অম্বিকানগরের ওই পুকুরে ১০ ফুট লম্বা স্ত্রী মোহনা কুমিরকে বুধবার উদ্ধার করে বনদফতরের কর্মীরা। তার পরে পশু চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং বিশালক্ষ্মী খালের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা বন দফতর সূত্রে জানা গেল, কুমিরটি পুরোপুরি সুস্থ আছে।

জয়নগরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৪ মে ঃ আবার পথ দুর্ঘটনা জয়নগরে। ক্রমাগত পথ দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে জয়নগরে। জয়নগর গোচরনের কুলপি রোডে ইদানীং পথ দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। এবার বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম অর্জুন মিস্ত্রি। আহত আরো দুজন দিব্যেন্দু মিস্ত্রি ও স্নেহাশীষ মিস্ত্রি। তিনজনেরই বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকার মিস্ত্রী পাড়া এলাকায়। বুধবার দুপুরে মগরাহাট থানা এলাকা থেকে সরবেড়িয়া ধামুয়া রোডের তসরালা সরবেড়িয়া এলাকায় একটি মোটর বাইকে করে তিন জন প্রচন্ড গতিতে আসছিল। সেই সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে গাছে ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে অর্জুন মিস্ত্রি নামে এক যুবকের। সাথে সাথে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তিনজনকে জয়নগর থানা এলাকার পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আর সেখানে চিকিৎসকেরা এক। জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে ও বাকি দুজনের চোট গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাদেরকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে মগরাহাটের বাহিরপুয়া থেকে ছুটে আসে তিনজনের পরিবারের সদস্যরা। কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত অর্জুন মিস্ত্রির পরিবারের সদস্যরা। এইদুর্ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, প্রচন্ড গতিতে এরা বাইক চালিয়ে আসছিল। হঠাৎই বিকট শব্দ হয়। তারপর আমরা ছুটে এসে দেখি রাস্তার ধারে একটি গাছে ধাক্কা মেরেছে। সাথে সাথে তিনজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। একজন মারা গিয়েছে ও আর বাকি দুজনকে কলকাতাতে রেফার করেছে। আর পথ দুর্ঘটনা এত বেড়ে চলায় শংকিত স্থানীয় মানুষজন।

ভারতীয় ডাক বিভাগের রামমোহন স্মরণ

কলকাতা, ২৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের ভারতীয় ডাক বিভাগ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে 'যুগপুরুষ রামমোহন'কে স্মরণ করে তাঁর জন্মদিনে 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশ করলো। সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়াঙ্কা চন্দ্র, পোস্টমাস্টার জেনারেল সঞ্জীব রঞ্জন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কলকাতা মিন্ট হাউসের এর প্রধান ম্যানেজার রজত পাল এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা অজয় প্রতাপ সিং সহ আরও অনেকে। রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ জন্মবর্ষকে স্মরণ করে ভারতীয় ডাক বিভাগ থেকে ফার্স্ট ডে কভার এবং ভারতীয় মুদ্রা নির্মাণ সংস্থা (মিন্ট অফিস) একটি মুদ্রাও প্রকাশ করা হয়।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৪ মে ঃ স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে মধুসূদন বারুই নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো বসিরহাট থানার পুলিশ। বুধবার বসিরহাট থানা এলাকার পিফা এলাকা থেকে মধুসূদন বারুই নামে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রে খবর প্রায় পাঁচ জন ব্যক্তির কাছ থেকে স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় দশ লক্ষ টাকা নেয় মধুসূদন বারুই । তার বাড়ি সন্দেশখালির ন্যাজেট এলাকায় । টাকা নেওয়ার পর সকলের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে। তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও সে চেষ্টা বৃথা যায় চাকরির জন্য টাকা দেওয়া ব্যক্তিদের। এরপর বিকাশ ভদ্র নামে এক ব্যক্তি বসিরহাট থানায় মধুসূদন বারুই এর নামে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সকালে তাকে বসিরহাট থানা এলাকার পিফা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট থানার পুলিশ।

লিলুয়ায় আইসক্রিম কারখানায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মে ঃ লিলুয়ায় আইসক্রিম কারখানায় আগুন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন বলে অনুমান। বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ লিলুয়ার অগ্রসেন স্ট্রীটের একটি আইসক্রিম কারখানায় হঠাৎই আগুন লাগে। দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত গোটা কারখানায় গ্রাস করে নেয় ওই আগুন। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানা গেছে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান দমকলের। যদিও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। কোনও হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রৌঢ়ার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মে ঃ বহুতল আবাসন থেকে নিচে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো এক প্রৌঢ়ার। এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত ডুমুরজলা ঝিলপাড় এলাকায় লেক ভিউ আবাসনের দশতলা থেকে নিচে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ার। সূত্র মারফত জানা গেছে, মৃতার নাম পম্পা দাস (৫৮)। বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগাছা থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু, নাকি আত্মহত্যা বা এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিজেপির পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৪ মে ঃ বিজেপির পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে হাওড়া গ্রামীন জেলা বিজেপির পক্ষহতে পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা, উলুবেড়িয়ার কাঠিলা নিমতলা বাজারে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন, বলেন রাজ্যের তৃণমূল এখন বোমামুল হয়েছে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ পান্ডে, বিজেপি নেতা উমেশ রায়, রাজ্য নেতা প্রত্যুষ কুমার মন্ডল, হাওড়া গ্রামীনের সভাপতি অরুনোদয় পাল চৌধুরী প্রমুখ।

বেলগাছিয়ার ভূগর্ভস্থ জলাধারে অতিরিক্ত জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর কাজের সূচনা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৪ মে ঃ হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভূগর্ভস্থ জলাধারে বুধবার অতিরিক্ত জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর কাজের সূচনা হলো। অন্যদিকে, একই দিনে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলেরও আত্মপ্রকাশ ঘটলো হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে। হাওড়া শহরে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য আবারও উদ্যোগ নিল হাওড়া পৌরনিগম। বুধবার হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভূগর্ভস্থ জলাধারে অতিরিক্ত জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। এই কাজ শেষ হলে হাওড়ার ৬-৭টি ওয়ার্ডের মানুষ আরও বেশি করে উপকৃত হবেন। এই ভূগর্ভস্থ জলাধার প্রসঙ্গে হাওড়া পুর প্রশাসকমন্ডলীর প্রধান ডা. সুজয় চক্রবর্তী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আগে বেলগাছিয়া ভূগর্ভ জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা ছিল ১.৬৪ গ্যালন। এবার এই ভূগর্ভ জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এদিন থেকে এই কাজ শুরু হচ্ছে। কেএমডিএ ও হাওড়া পৌরনিগম যৌথ উদ্যোগে এই কাজ করবে। এই কাজের জন্য খরচ হবে ১৬.৮৮ কোটি টাকা। এই কাজের সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়। তিনি আরও বলেন, এই কাজ শেষ হলে উত্তর হাওড়া, শিবপুর বিধানসভা, হাওড়া পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার ৭, ৮, ৯, ৫০ সহ প্রায় ৭টি ওয়ার্ড উপকৃত হবে। তিনি বলেন, এদিনই বেলগাছিয়া ভূগর্ভস্থ জলাধারের উদ্বোধন হচ্ছে। হাওড়াবাসীকে পানীয় জলের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে রাজ্য সরকার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। সেই টাকায় ইতিমধ্যে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে সালকিয়ায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে সুজয়বাবু হাওড়া পৌরনিগমের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলের শুভ সূচনা করেন। তিনি বলেন, হাওড়া পৌরনিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ অনেক সময় পুরবাসীরা জানতে পারেন না। যাতে মানুষ পৌরনিগমের উন্নয়নের কথা জানতে পারেন সেইজন্য ইউটিউব চ্যানেল খোলা হল। ইউটিউবে গিয়ে এইচএমসি অফিসিয়াল টাইপ করলেই হাওড়া পুরনিগমের পেজ খুলে যাবে। এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে বা ১০ দিন অন্তর হাওড়া পৌরনিগমের উন্নয়নের কাজ ইউটিউবে আপলোড করা হবে। এই ইউটিউব চ্যানেলের দ্বারা সাধারণ মানুষ হাওড়া পুরনিগম কি কি উন্নয়নের কাজ করছে বা কি করা হবে তা দেখতে পাবেন।

উত্তরপাড়া থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ- নবম ও চতুর্থ স্থান পেয়ে চমক দিল, অভিনন্দন পুরচেয়ারম্যানের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ মে ঃ এবার উচ্চমাধ্যমিকে হুগলির উত্তরপাড়ার জয় জয়কার। উত্তরপাড়া থেকে এবার এক থেকে দশের মধ্যে তিনজন স্থান পেয়েছে। দুইজন ছাত্রী একজন ছাত্র সেই ছাত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছে তার নাম নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মোট নম্বর পেয়েছে ৪৯৩। হিন্দমোটর হাইস্কুল থেকে এবার ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রীর নাম রুপসা উপাধ্যায় সে পেয়েছে ৪৯১ । রূপসা জানায় সে সারাদিনে ৮- ১০ ঘণ্টা পড়তো সেই ভাবে তার কোন টিচার ছিল না। তার বাবা-মা তাকে দেখিয়ে দিত বাবা এবং মা দুজনেই স্কুলের শিক্ষক - শিক্ষিকা এছাড়া তার স্কুলের টিচাররা তাকে পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে। রূপসা আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী করার। তার বাবা মায়ের বক্তব্য মেয়ে এত ভালো রেজাল্ট করবে তারা ভাবতে পারেনি। রূপসারও একই কথা সে অবসর সময় কাটাতো আঁকা বই পড়া এসব নিয়ে সে সমস্ত কৃতিত্ব তার মা-বাবাকে দিয়েছে তার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এই ফলাফলে খুব খুশি । তার বক্তব্য সে আমাদের স্কুলের গর্ব খুব ভালো মেয়ে খুব ভালো পড়াশোনা করেছে। উত্তরপাড়ার দেবিশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এথেনা বসু এবার উচ্চমাধ্যমিকে নবম স্থান পেয়েছে সে থাকে শক্তি সংঘ ক্লাবের উত্তরপাড়া পার্মার রোডে। সে জানায় সে সারাদিনে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পড়েছে তার একটা করে টিচার ছিল প্রত্যেক বিষয়ে এথেনা পিওর সাইন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮ সে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী বাবা- মা তাঁর প্রেরণা জুগিয়েছে সে অবসর সময় বেহালা বাজাতো। তার বাবা- মায়ের বক্তব্য এই নিয়ে এত ভালো রেজাল্ট করবে তারা ভাবতে পারেনি তারা খুব খুশি। এথেনা জানালো সেও ভাবতে পারেনি এত ভালো হবে। ষষ্ঠ স্থান অধিকারী রূপসার বাড়িও উত্তরপাড়ার শক্তি সংঘ ক্লাবের কাছে । নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি উত্তরপাড়ায় থাকে বেকার সংঘ ক্লাবের পাশে সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩ সে ভাবতে পারেনি চতুর্থ হবে। সে জানিয়েছে সারাদিনে ৮-৯ ঘন্টা পড়তো তাকে মিশনের স্বামীজিরা পড়াশোনা দেখিয়ে দিতেন। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ভবিষ্যতে ইকোনোমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। তার বিষয় ছিল ইকোনমিক্স স্ট্যাটিসটিক্স ম্যাথমেটিক্স কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে এবার পরীক্ষা দিয়েছে সে এবার একটা বিষয় চমক দিয়েছে যেটা হলো সে কোনদিন ফোন ব্যবহার করেনি তার মিশনের স্কুলে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সে ইকোনমিকস নিয়ে পড়াশোনা করবে, তার ভালো রেজাল্টের জন্য নরেন্দ্রনাথ তার মা- বাবা- ছোট মাসি এদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মা- বাবা তার প্রেরণা মিশনের স্যারেরা তাকে সব সময় উৎসাহ দিতেন ভালো রেজাল্ট করার জন্য। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব তাদের বাড়িতে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন তার বক্তব্য আমাদের গর্ব এথেনা বসু, রূপসা উপাধ্যায় ও চতুর্থ স্থান অধিকারী নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আমি তাদের ভবিষ্যতে সাফল্য কামনা করি।

নারকেলডাঙায় দলের গোষ্ঠী-সংঘর্ষে মাথা ফাটল তৃণমূলকর্মীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ বেলেঘাটার পর এবার নারকেলডাঙা। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত নারকেলডাঙার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মাথা ফাটল তৃণমূলকর্মীর। ক্যানেল ওয়েস্ট রোডে পার্কের বদলে ভ্যাট তৈরি নিয়ে বিবাদ। তৃণমূল কাউন্সিলর ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দলেরই একাংশের বিবাদ। ঘটনা ঘিরে দু'পক্ষের হাতাহাতিতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। 'স্থানীয় বাসিন্দারা চাইলেও পার্ক তৈরি করতে দেননি তৃণমূল কাউন্সিলর', এমনই অভিযোগ করে তৃণমূলকর্মীদের একাংশ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিংহ। প্রসঙ্গত, গত ৩০ এপ্রিল, বেলেঘাটায় প্রকাশ্যে চলে তৃণমূল কাউন্সিলর অলকানন্দা দাসের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব! পুলিশের সামনেই গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে রাজু নস্করের বিরুদ্ধে। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়। দু'পক্ষের সংঘর্ষের আহত হন বেশ কয়েকজন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে চাপানউত্তোর সৌগত-সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ত্রিপুরার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন। এর ঠিক পরেই বুধবার সৌরভকে কলকাতার শেরিফ পদে বহাল করার দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পাল্টা দিয়েছেন তৃণমূলের সৌগত রায়। আদতে মঙ্গলবারই সৌরভকে ত্রিপুরা পর্যটনের মুখ করার কথা ঘোষণা করেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। আর এরপরই কার্যত তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করে বিজেপি । রাজ্য বিজেপির দাবি, সৌরভকে বাংলা মর্যাদা না- দিলেও প্রতিবেশী রাজ্য দিয়েছে। সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করেছেন, তৃণমূল সরকার সৌরভকে ধরে রাখতে পারেনি। তাঁকে শেরিফ করলে কিছুটা হলেও মুখরক্ষা করা সম্ভব। তারপর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে শুরু রাজনৈতিক টানাপোড়েন। সৌগত রায়ের বক্তব্য, টাকা পেয়েছেন, তাই ত্রিপুরায় গিয়েছেন সৌরভ। শাসক-বিরোধী তরজায় তপ্ত বাংলা। তাঁর বক্তব্য, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখন আর সরাসরি ক্রিকেটের সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞাপন করেই কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন তিনি। সৌগতবাবু বলেন, আমার মনে হয় না এর কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। অবসরের পর সৌরভ বিজ্ঞাপন করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন। আরেকটা রোজগার করার জায়গা হয়েছে। সৌরভের সঙ্গে এখন ক্রিকেটের সম্পর্ক কম। রাজনীতির সম্পর্ক আরও কম। ওকে ত্রিপুরার লোকেরা ধরেছে। হয়তো বলেছে এত টাকা দেব। তাই উনি করছেন। অন্যদিকে, সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলকেই বিঁধে বলেছেন, বাংলার সরকারেই উচিত ছিল তাঁকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বানানোর। বাংলার সরকার বানায়নি। ত্রিপুরাতেও তো বাঙালি থাকে। বাঙালিরই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি দাবি করছে, এই মুহূর্তে কলকাতায় কোনও শেরিফ নেই। ওই পদ ফাঁকা রয়েছে। সেই পদে সৌরভকে বসানো হোক। তাতে আমরা সৌরভকে সম্মান দেওয়ার সুযোগ যতটুকু হারিয়েছি, তা কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারব।

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় থাকা দশম স্থানাধিকারী সৌম্যদ্বীপ দত্ত প্রফেসর হতে চায়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ মে ঃ এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে জয়নগরের সৌম্যদ্বীপ দত্ত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে ৫৭ দিন পর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো এবার। সারা রাজ্যের সমস্ত জেলাকে টেক্কা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে সবার আগে এবার জায়গা করে নিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৯ জন রয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পড়ুয়া। সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে। জয়নগর থানার তসরালা সরবেড়িয়া সনাতন হাই স্কুলের মেধাবী ছাত্র সৌম্যদ্বীপ দত্ত। ছেলের এই অভূত পূর্ব ফলাফলে খুশি পরিবারের লোকজন।

সৌম্যদ্বীপ রাজ্যের এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করেছে। সৌম্যদ্বীপের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। বুধবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে বাড়িতে পরিবারের সাথে নিয়ে সৌম্যদ্বীপ বলেন, পরীক্ষা খুবই ভালো হয়েছিল মনের মধ্যে একটু সুপ্ত বাসনা ছিল যে আমি র‍্যাঙ্ক করবো। কিন্তু এক থেকে দশের মধ্যে হবো এটা আমি ভাবতে পারিনি। এই রেজাল্টে আমি অত্যন্ত খুশি। ভবিষ্যতে ইংলিশ অনার্স নিয়ে প্রফেসর হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। প্রতিদিন আমার বাধা ধরা রুটিন ছিল না। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করতাম। সারাদিন আট- দশ ঘণ্টা করে পড়তাম। ছেলের এই অভূতপূর্ব রেজাল্টে কার্যত বাবার চোখে আনন্দের অশ্রু। এদিন সৌম্যদ্বীপের বাবা সুনীল দত্ত বলেন, ছেলে ভালো ফল করবে এটাই আমরা আশা করে ছিলাম কিন্তু রাজ্যের মেধা তালিকায় দশম হবে সেটা আমরা ভাবতে পারিনি। পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে সৌম্যদ্বীপ। বড় হয়ে সৌম্যদ্বীপ যেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রও। পড়াশোনার প্রতি অদম্য ইচ্ছা ও জেদ ছিল সৌম্যদ্বীপের। ওর পরিশ্রমই ও সাফল্যের কারণ। আর এলাকার ছেলে ও স্কুলের নামকে উজ্জ্বল করার জন্য গর্বিত সৌম্যদ্বীপের এলাকার মানুষ, স্কুল শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে টি এস সনাতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকও। ওর আগামীর ভবিষ্যতের শুভ কামনা করলো সবাই।

এগরার খাদিকুল গ্রাম পরিদর্শনে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামীকাল বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রাম পরিদর্শনে যেতে পারেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ওই ঘটনায় নিহত এবং আহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গেও তার কথা হতে পারে। উল্লেখ্য এই ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যুর পরে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নিহত ও আহতদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া ছাড়াও স্থানীয় থানার আইসি কে বদলি করেছে এবং গোটা ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দিয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/08/23-24
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system at different Roads and Lanes in Ward No.-02 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,98,662.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/06/23-24
Name of the work: **Operation and daily maintenance of street lighting system at different Roads and Lanes in Ward No.-08 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,76,572.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/27/22-23/R
Name of the work: **Installation of mini pole mast at 1/2 J. K. Ghosh Road (Belgachia Children Park) in Ward No.-3 under BR-I, KMC.** Estimated amount: ₹ **1,49,762.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/05/23-24
Name of the work: **Conversion of old/damaged HPSV/MH fittings by energy efficient LED fittings at 7, Beer Para Lane, J. K. Mitra Road and other places in Ward No.-03 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **3,97,691.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/10/23-24
Name of the work: **Conversion of old/damaged HPSV/MH fittings by energy efficient LED fittings at 5, Dumdum Road and other places in Ward No.-02 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **3,98,262.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/07/23-24
Name of the work: **Conversion of old/damaged HPSV/MH fittings by energy efficient LED fittings at 38 Kashinath Dutta Road, Pramanick Ghat Road and other places in Ward No.-01 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **3,97,356.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/8/23-24
Name of the work: **Conversion of old/damaged HPSV/MH fittings by energy efficient LED fittings at Srinath Mukherjee Lane, Umakanta Sen Lane and other places in Ward No.-04 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **3,97,756.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **03.06.2023 at 4 p.m. (For Sl. No. 1 to 7).**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/1/23-24
Name of the work: **Development and decoration lighting arrangement and sound system at Strand Bank Road in river side of Ganga, Baghbazar Annapurna Ghat, Mayer Ghat within Ward No.-7 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,99,822.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/06/23-24
Name of the work: **Conversion of old/damaged HPSV/MH fittings by energy efficient LED fittings at Brojodayal Saha Road, Prankrishna Mukherjee Road and other places in Ward No.-06 under BR-I, KMC.** Estimated amount: ₹ **3,98,973.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Time of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **03.06.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 8 & 9).** The bid forms and other details are available on & from **26.05.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

(10) NIT No. : LTG/05/COM/BR-III/Z-1//23-24
Name of the work: **Operation & maintenance of electrical installation in all UPHC'S under BR-III, KMC.** Estimated amount: ₹ **2,62,968.00.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **300 days.**

(11) NIT No. : LTG/13/WD-33/BR-III/Z-1//23-24
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangement at 76, B. M. Road, Chaulpatty Road Bustee & other Bustee Areas in Ward No.-33.** Estimated amount: ₹ **1,49,930.56.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(12) NIT No. : LTG/14/WD-31/BR-III/Z-1//23-24
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangement at 71, Canal Circular Road, N. M. Road Bustee & other Bustee Areas in Ward No.-31.** Estimated amount: ₹ **1,49,773.26.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(13) NIT No. : LTG/16/WD-35/BR-III/Z-1//23-24
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangement at Rampal Bustee (N. M. Road), 166-168 B. M. Road Bustee & other Bustee Areas in Ward No.-35.** Estimated amount: ₹ **1,49,567.22.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **05.06.2023 (12 noon) (For Sl. No. 10 to 13).** The bid forms and other details are available on & from **23.05.2023 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 10 to 13).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/04
Name of the work: **Electrification works at Uttam Uddyan (Ladies Park) in Ward No.-72.** Estimated amount: ₹ **1,97,790.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **12 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III//2023-2024/03
Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident & public safety under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **1,87,584.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **214 days.** Last date and time of submission of bid: **05.06.2023 (12 noon) (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposal on: **05.06.2023 (2.30 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/76/23-24
Name of the work: **Repairing and maintenance of damaged electrical accessories at Naktala School, N.S.C. Bose Road, Ramgarh etc. Areas in Ward No.-100, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,98,820.84.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **02.06.2023 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Electrical), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : LTG/25/WD-21/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the work: **Repairing of lighting system at different Bustee and its surrounding areas in Ward No.-21 under BR-IV.** Estimated amount: ₹ **1,49,505.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid (online): **14.06.2023 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.05.2023 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Chief Manager Social Welfare and Urban Poverty Alleviation Hqrs, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC-001/SWUPA/2023-24
Name of the work: **Engagement of Agency for cutting, binding and numbering of Maa Kitchen coupons 60,00,000 Nos. of Maa Kitchen coupons (40,000 books).** Estimated cost: **NIL.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.06.2023 up to 12 noon.** Date & time of opening of tender: **14.06.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.05.2023 - 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(178/23-24)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৭৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ব্রিটিশ বিরোধিতায় সম্পাদক কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী দল অচল

সম্পাদকীয় ১

কংগ্রেস ছাড়া বিজেপি বিরোধী জোট অচল এটা বলা যেতে পারে। বিজেপি দল যেমন সর্ববারতীয দল হিসাবে পরিচিত। ঠিক তেমনি কংগ্রেস দলও সর্বভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত। বিজেপি দলের বহু নেতারা আগে কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। এমনকী তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যা ছিলেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের সঙ্গে ঝগড়া করে কংগ্রেস দল থেকে বের হয়ে এসে আলাদা দল তৈরি করতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে জন্ম গ্রহণ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। তখন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসী দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস তারপরে বিজেপি দলে সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভায় অংশ গ্রহণ করেছিল। বিজেপি দলের তখন নেতা ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। নেতা ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। বিজেপির হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। বিজেপি দলের সদস্যরা তখন যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে সহযোগিতা না করতো তাহলে ডুবন্ত নৌকার মতো ভেসে চলে যেত কোথায় তার ঠিকানা পাওয়া যেত না। তারপরে নেত্রী আবার কৌশল করে বিজেপি সরকার থেকে পদত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। সেখানেও রাজনৈতিক কৌশল ছিল। বিজেপির দলের লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাম দলকে সরিয়ে নেত্রী মমতাকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করা। তার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এই সব এখন ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকে রক্ষা করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নাম করে সারা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তোলবাজি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনি তখন কাউকে আটকে রাখতে পারেননি। সবাই তখন তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে কাটমানি খেতে শুরু করে দিয়েছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে সেটাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে। তার ফলে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। চোর অপবাদ দেওয়া শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের বাসিন্দারা। পশ্চিমবঙ্গের বাজারে সরকারি চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। সেই সব দুর্নীতি এখন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। যে নেত্রী বারবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছিলেন এখন তাঁর রাজ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। আদালতে এই বিষয়ে মামলা শুরু হয়েছে। সিবিআই থেকে শুরু করে ইডি তদন্ত করতে শুরু করেছে। এই দুর্নীতি কথা ফাঁস হতেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলতে শুরু করে দিয়েছেন ভারতবর্ষের সব চোরগুলি এখন এক হতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকে তিনি চোর বলে গণ্য করতে শুরু করেছেন। এদিকে বিজেপি বিরোধী জোট কতখানি সফল হতে পারবে তা কেউই নিশ্চিত হতে পারছে না। আম আদমি দল একটি সময়ে দিল্লিতে নেত্রী মমতার ডাকা বিরোধী জোট করা ব্যাপারে আলোচনা করতে উপস্থিত ছিল না। এখন আম আদমি দলের ল্যাজে পা পড়েছে। সেই কারণে দিল্লি থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছেন আম আদমি দলের নেতার অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা সহ আম আদমি দলের শীর্ষ নেতারা।

ওড়িশা কি বিজেপি বিরোধী জোটে থাকছে

সম্পাদকীয় ২

কংগ্রেস দলের যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবমূর্তি রয়েছে। সেই ভাবমূর্তিকে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল বহু রাজনৈতিক দলের নেতারা । কিন্তু সেটা করতে পারেনি। মনে পড়ছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রবণ মুখোপাধ্যায় এক সময়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস দলের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি কংগ্রেস দলের নাম গ্রহণ করে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতায় সেই রাজনৈতিক দলের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল। মনে পড়ছে কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীও একটি দল তৈরি করেছিলেন কংগ্রেসের নাম গ্রহণ করে। এই সব দলের পতন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল। তার নেতা ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। তিনিও কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এসে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল করেন। জনতা দল তৈরি হয়েছিল কংগ্রেস দল ভেঙে। ভারতবর্ষে একমাত্র বাম দল ছাড়া আর প্রায় সব দলই শক্তিশালী হয়েছে কংগ্রেস দলছাড়া লোকদের নিয়ে। তারপরে কংগ্রেস দলটা টিঁকে থাকলে তারা কিন্তু এখন ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে এ ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা ভালো বলা যেতে পারে। যতদিন বিজেপি দল কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে ততদিন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছেন। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছে বিজেপি দল। লালকৃষ্ণ আদবানি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই সময়ে মমতার পাশে এসে না দাঁড়ালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। সুতরাং বিরোধী জোটে অংশ গ্রহণ করারর ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বাধা রয়েছে। তবে বর্তমান বিজেপি দলের চালকেরা কিন্তু নেত্রীর দিকে ঢলে নেই। তার ফলেই নেত্রী দিল্লির দিকে তাক করে শুধু হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছেন। আদবানি এবং বাজপেয়ী উদার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কিন্তু মোদি এবং রাজনাথ কট্টর বিজেপি নেতা। তারা নেত্রী মমতার সঙ্গে কোনও রকম আপোষ করতে চাইছেন না। তার ফলেই রাজনৈতিক সংঘাত এসে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

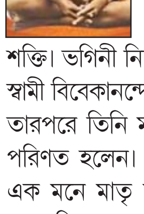

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন অর্ধ শক্তি। আর মা সারদা দেবী শক্তি দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে। ঠাকুরের শক্তি এবং মা সারদার শক্তি মিলেই হচ্ছে সম্পূর্ণ শক্তি। ভগিনী নিবেদিতা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে দেখেননি। কিন্তু তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে অর্ধ শক্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তারপরে তিনি মা সারদার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে সম্পূর্ণ শক্তিতে পরিণত হলেন। পরিপূর্ণতা লাভ করলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি এক মনে মাতৃ সাধনা করতে শুরু করলেন। মনের সাধনা দিয়ে মাতৃশক্তি সাধনা করতে শুরু করলেন। পেলেন অপূর্ব শক্তি। যে শক্তি দিয়ে তিনি সবাইকে জয় করে ফেললেন। আসলে শক্তি না থাকলে কারোর পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব হয় না।

রবীন্দ্র কুমার শীল

কাজী নজরুলের রক্তে মিশে রয়েছে বিদ্রোহ। সেখান থেকে তিনি কোনওদিন সরে আসতে পারেননি। তিনি যখন পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর লেখনি শক্তি ইংরজে সরকারের ভিতকে একেবারে কাঁপিয়ে দিতে শুরু করে। নজরুল কোনও সময়ে কারোর সঙ্গে আপোষ করে থাকেননি। তিনি সব সময়ে নিজের প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদও নজরুলকে কব্জা করতে পারেননি। নজরুলকে বহুবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নজরুল সব সময়ে ভারতীয় সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের দেশের চিন্তার ওপরে ভিত্তি করে। তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব পড়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গ্রহণ না করলেও সাম্যবাদকে গ্রহণ করেছেন স্বদেশি চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে। সেখানে কোনও বিদেশি চিন্তা প্রভাব ফেলতে পারেনি তাঁর মনে। মুজফফর আহমেদের মতো একজন আর্ন্তজাতিক মানের কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গ লাভ করলেও নজরুল তাঁর নিজের প্রদর্শিত পথ ধরেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। নজরুল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাকে পালন করার সিদ্ধান্ত নিতেন। দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তিভাবটা এসেছিল তিনি যখন সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। দেশ মাতৃকার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে একজন পরাধীন দেশের নাগরিক কতখানি লাঞ্ছিত হয়। সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে বিদেশি শক্তি ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতারিত না করাতে পারলে স্বাধীনতা নাগরিক হিসাবে মর্যাদা লাভ করতে পাবেন না। তিনি আবার পাশাপাশি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ইংরেজ শক্তি গোটা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি। এই শক্তিকে পরাস্ত করা খুবই অসম্ভব। তারা একমাত্র ভয় পায় কলমকে। কলম দিয়েই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করার একটি মাত্র হাতিয়ার হচ্ছে কলম। কলমই গণজাগরণ ঘটাতে পারে। গণ বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। কলকাতায় নজরুল এসেছিলেন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে। তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গ্রামে সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সেই কারণে নজরুল কলকাতায় আসা। সাহিত্যে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তিনি মিশতে চান। জীবন সংগ্রামের মধ্যে থেকেই তিনি আজীবন সাহিত্য চর্চা করে গিয়েছেন। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি এবং তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দুইজনে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ইংরেজ সেনা বাহিনীতে যোগদান করবেন। যা সিদ্ধান্ত তাকে স্বার্থক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন দুই বন্ধু মিলে। নজরুলের সেনা বাহিনীতে সেনার কাজ পেলেন। কিন্তু শৈলজানন্দ কাজ পেলেন না। তিনি সেনা বাহিনীর উপযুক্ত নন এই যুক্তিতে সেনা অফিসার তাঁকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানতে পারা গিয়েছিল, তাঁর মাতামহ ম্যাজিস্ট্রিট রায়বাহাদুর এর কারসাজিতে শৈলজাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক। শৈলজা ফিরে গেলেন ঘরে। আর নজরুল উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি প্লটনে ভর্তি হলেন। তাঁর ভাষায় 'বঙ্গবাহিনী'। ইংরেজ সেনা বাহিনীতে বাঙালিরা নাম লেখাতে শুরু করে ছিল তার একটি কারণ ছিল তখনকার বাংলা নেতাদের মনে করতেন ইংরেজ সেনা বিভাগে যোগ দিয়ে ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করতে পারলে দেশের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ফুটে উঠবে। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই আশায় বালি পড়ে গিয়েছিল। ''সেদিন ইংরেজর হয়ে যুদ্ধে যাওয়াটা দেশপ্রেমেরই সামিল ছিল। ভারতবর্ষের মনে আশা ছিল ইংরেজ যুদ্ধে জিতলেই তাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পুরো স্বাধীনতা না দিলেও স্বাধীনতার অনেকগুলি সুযোগ করে দেবে। নতুবা জার্মান জিতলে হবে আরেক প্রস্থ পরাধীনতা, আরেক প্রস্ত অত্যাচার। সুতরাং ইংরেজর অনুকূল্যই করাই দেশের কল্যাণ করা। সেই মর্মে নেতাদেরও সমর্থন ছিল। অজানা দেবতার চেয়ে জানা ভূত অনেক ভালো'' (জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃষ্ঠা-২৫)। সেনা বাহিনীর কঠোর জীবনে থাকাকালীন নজরুল সাহিত্য চর্চা ত্যাগ করেননি। কেন জানি না নজরুল প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন বা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন তাঁকে সারা জীবন কলম পিষে খেতে হবে। এর থেকে রেহাই নেই। সেনা বাহিনীতে বেশি দিন তাঁর থাকা হল না। 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' ভেঙে দিল ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরই। তার ফলে আবার বেকার হলেন নজরুল। কিন্তু তিনি তো সাহিত্য চর্চা ত্যাগ করেননি। সেটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেনা জীবনে থাকার সময়ে। সেনা বাহিনীর চাকরি চলে যাওয়ার পরে মুজফফর আহমেদসহ বেশ কিছু অকৃত্রিম বন্ধুদের পেয়ে যান যাঁদেরকে আঁকড়ে ধরে তিনি পরবর্তী জীবনটাকে অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'মুক্তি' ছাপতে গিয়ে 'সাহিত্য পত্রিকা'র পরিচালক মুজফফর আহমেদকে বন্ধু করেছিলেন নজরুল। এবার 'আশা' ছাপতে গিয়ে পবিত্র গাঙ্গুলিকে বন্ধু করে নিলেন। নজরুল তো বেকার। তাঁর সময় কাটে গান এবং কবিতা লিখে। সাহিত্য সেবা করেই তাঁর দিন কাটছিল। আর্থিক আয়ের কোনও পথ খোলা ছিল না তখন তাঁর সমানে। সেই সময়ে বন্ধু মুজফফর আহমেদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এখন কী করবেন নজরুল। তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন নজরুল সঙ্গে সঙ্গে। ''আপনি এখন কী করবেন?'' বিপ্লবী মুজফফর আহমদ জিজ্ঞেস করল নজরুলকে। ''কী করব মানে?'' বিস্ময় বিশাল চোখ তুলে তাকাল নজরুল। ''মানে শ্রেফ সাহিত্য করবেন, না রাজনীতি করবেন?'' ''রাজনীতি করব না তো যুদ্ধে গিয়েছিলাম কেন?'' উদাত্ত কণ্ঠে হেসে উঠল নজরুলঃ ''তবে যা অস্ত্র, রাজনীতির চেয়েও বেশি করব।'' ''অস্ত্র? কী অস্ত্র আপনার?'' ''কারু অস্ত্র কাস্তে, কারু হাতুড়ি কারু বা বাটালি-তুরপুন-আমার অস্ত্র কলম। আমি রাজনীতিকে সাহিত্যায়িত করব। আমি শুধু রাজনৈতিক নই, আমি সৈনিক-সাহিত্যিক। আমারও তো সেই আকাঙ্খা।'' উল্লাসিত হল মুজফফর। ''আরও বেশি করব।'' রহস্যময়ের মত বললে নজরুল। (জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃষ্ঠা-৪৭) । মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকলো পত্রিকা প্রকাশ করার প্রবল ইচ্ছা। নজরুলের এই গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদ। সাথী হয়েছিলেন ফজলুল হক সাহেব। আবুল কাসেম ফজলুল হক। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম সারির উকিল। বাড়ি তার বরিশাল। প্রচণ্ড বাঙাল। তার চেয়ে বেশি প্রকাণ্ড বাঙালি ফজলুল হক সাহেব পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ দেখালেন। তিনি ঠিক করলেন পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে সম্পাদকীয় লেখাবেন। কিন্তু নজরুল এবং মুজফফর আহমেদ তাতে একেবারে বেঁকে বসলেন। নজরুল ইসলামই সম্পাদকীয় লিখবেন। নজরুলকে পরীক্ষা দিতে হল হক সাহেবের কাছে সম্পাদকীয় যোগ্যতা রয়েছে কিনা। হক সাহেব তাঁর লেখা দেখে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কী নাম হবে পত্রিকার। ''কাগজ যারা কিনবে, বললে মুজফফর, তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তারা নির্যাতিত জনসাধারণ। তারা তাদের প্রাণের কথার প্রতিষ্ঠান খুঁজে পেলেই কাগজ কিনবে, জানতে চাইবে না এ কাগজ হিন্দু চালাচ্ছে না মুসলমান চালাচ্ছে। তবে তুমি কী নাম দিতে বলো? আমি বলি কাগজের নাম হোক নবযুগ। নবযুগ? হ্যাঁ, বিপ্লবী জনগণের যে যুগ আসছে আমাদের কাগজে তারই নন্দী পাঠ হবে। খুব ভালো নাম। নজরুল সগর্বে ব্যাখ্যা জুড়ল ঃ নবযুগ সব সময়েই নবযুগ। নবীনের কখনো শেষ নেই আর যুগের যাত্রাও অনন্তকাল চলবে। ''বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ নবযুগ ঐ এলো ঐ।'' (জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃষ্ঠা-৪৯) 'নবযুগ' পত্রিকার যাত্রা শুরু হল। ৬ নম্বর টার্নার স্ট্রিটের নিচের তলায় দুটি ঘরে ছিল 'নবযুগ' পত্রিকার অফিস। এই সান্ধ্য দৈনিকের প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালের ১২ জুলাই। টার্নার স্ট্রিটের বর্তমান নাম হচ্ছে এ কে ফজুলল হক সাহেব। ছাপাখানাটি ছিল ২২ নম্বর টার্নার স্ট্রিটে। পত্রিকাটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন মুজফফর আহমেদ এবং নজরুল ইসলাম। কবি নজরুলের শক্তিশালী লেখনির জোরে দ্রুত 'নবযুগ' জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। নবযুগের সম্পাদকীয় তখন বাংলার বিপ্লবী মানুষকে উৎসাহ দিতে শুরু করে দিয়েছে। আর তাতেই ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে ইংরেজ সরকার। লালবাজারের পুলিশের কড়া নজর ছিল এই পত্রিকাটির দিকে। অরবিন্দের 'বন্দে মাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার শূন্য স্থান পূরণ করতে এসে উপস্থিত হল 'নবযুগ'। তখন ছিল নন-কো-অপারেশনের যুগ। কথায় কথায় সরকার নেতাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উপর নিষেধাজ্ঞা। বত্তৃতা দিতে পারবেন না। আলি শেরওয়ানির উপর নিষেধাজ্ঞা। মুখ খোলা চলবে না। সেই সময়ে নজরুল 'নবযুগ' সম্পাদকীয়তে বেশ ব্যঙ্গ করে রসাত্মক সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে পুলকিত দেশের জনগণ। তিনি লিখছেন, 'খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন-কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটি বা আলকুসি, এবং আমলাতন্ত্র হইতেছেন ছাগল। ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা বিচুটির জ্বালায় বেসামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিছুতেই যখন জ্বলন ঠাণ্ডা হয় না তখন ছাগ বেচারী জলে গিয়া লাফাইয়া পড়ে, দেওয়ালে গা ঘসিতে থাকে, উলটো ঘসাঘসির চোটে তাহার চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতই লোমশূন্য হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো নামিতেছেন, কখনো ডাঙায় ছুটিতেছেন, আর কখনো বা দেওয়ালে গা ঘেঁসাইয়া খামকা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছেন। তবু কিন্তু জ্বলন থামিতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। তাঁহারা যেসব বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তাহার সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি মস্তকাণ্ড 'আমলায়ণ' লিখিতে হয়। তবে সব চেয়ে ঝাঁকালো বুদ্ধিটা দেখাইয়াছেন যাহার-তাহার যে কোনো সময়ে সটান মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া।... জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জন-সঙ্ঘকে চুপ করানো যায়? বালির বাঁধ দিয়া কি দামোদরের স্রোত আটকানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম বা কিছু বুঝি নাই ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে। এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ওরকম ছেলেমানুষী চলিবে মনে কর? আমাদের বড় ভয় হয়, এ মুখবন্ধ আমাদের নয় তোমাদের। আশা করি আমাদের এ ভয় মিথ্যা হইবে না।...'রাজদ্রোহ না হয় অথচ প্রাণের রক্তাক্ত আর্তিটা পরিস্ফুট করা যায়, এ কি কম কথা? নজরুল যেন এ ব্যাপারে স্বভাবসিদ্ধ।'' (জ্যোষ্ঠের ঝড়, পৃষ্ঠা..৫০)। নবযুগের মধ্যে দিয়েও নজরুলের বিদ্রোহী চিন্তা এবং চেতনার প্রকাশ পেতে থাকলো। বন্ধ হয়ে গেল সন্ধ্যার নবযুগ। নজরুল বেড়াতে বের হয়ে পড়লেন। ফিরলেন কলকাতায়। ফিরে পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিল। প্রবল ইচ্ছাশক্তি জোরে অচিরেই প্রকাশ পেল ''ধূমকেতু'। বাংলার রক্তকে একেবারে টগবগ করিয়ে ফুটিয়ে দিতে থাকলো। বিপ্লবী অরবিন্দের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম' বা 'যুগান্তর' এত বেশি করে প্রকাশ্যে মুক্ত কণ্ঠে বিপ্লবের কথা বা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন তা ব্যক্ত করতে পারেনি যা নজরুল 'ধূমকেতু'র মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে গিয়েছেন। (ক্রমশ...)

কাশ্মীরে জি২০ সম্মেলনেও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতের অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলন ঘিরে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্বের বিভিন্ন পর্যটন মন্ত্রীরা কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্ব পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে। কিন্তু তার মধ্যে আবার চিন, পাকিস্তান সহ বেশ কিছু রাষ্ট্র এই সম্মেলনকে বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন ইচ্ছা করেই কাশ্মীরের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করেছে। চিনকে পিছন থেকে উস্কে দিচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তান জানে যে ভারতের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না। ভারতের লক্ষ্যই হচ্ছে কাশ্মীর দখল করা। তার জন্য ভারত ইচ্ছা করেই তার অধিকৃত কাশ্মীরে জি-২০ পর্যটন মন্ত্রীদের সম্মেলন ডেকেছে। এর পিছন আমেরিকার মদত রয়েছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। পাকিস্তান একনও পর্যন্ত কাশ্মীর নীতি ত্যাগ করেনি। তারা একই স্থানে অবস্থান করছে কাশ্মীরের ব্যাপারে। বহুবার রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এবারে চিনকে সঙ্গী করে নিয়ে ভারত বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান যে বিপদের মধ্যে পড়ে রয়েছে সেটা বুঝতে পেরে বেশ কিছু ইসলামিক দেশ যারা কাশ্মীরের জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে কোনও প্রতিনিধি পাঠায় নি। চিন তাদের আর্থিক করিডর রক্ষা করতে ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীর বারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরে ভারত কি করবে না করবে সেটা ভারতের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এদিকে বিশ্ব পর্যটন মন্ত্রীরা বলতে শুরু করেছেন যে ইউরোপে বহু পর্যটকেরা সফর করতে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। তারা ইউরোপ সফর করছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া সফর করছে না বহু পর্যটক। বিশ্ব পর্যটক শিল্প ক্রমশ মন্দার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ। এই যুদ্ধ এখনই থামানো উচিত। এই যুদ্ধ না থামলে কিন্তু বিশ্ব পর্যটন শিল্প মার খেতে শুরু করবে। কাশ্মীরে কড়া নিরপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পাক জঙ্গিরা সক্রিয়। তারা যে কেনও সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ করে কাশ্মীরের জি-২০ সম্মেলনকে বানচাল করতে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা করতে পারে। সেই কারণে সতর্ককতা অবলম্বন করেছে ভারত সরকার। ভারত থেকে বলা হয়েছে যে ভদ্রতা দেখানোটা দুর্বলতার লক্ষণ নয়। ভারত আগের চেয়ে বেশ শক্তিশালী। যারা ভারতকে দুর্বল বলে গ্রহণ করবে তারা কিন্তু ভুল করবে। তবে কাকে লক্ষ্য করে এই কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। এদিকে কাশ্মীরে জি-২০ সম্মেলনে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাশিয়ার পর্যটনমন্ত্রী। তারা বর্তমান বিশ্বের পর্যটন শিল্প কতখানি নিরাপদে অবস্থান করছে তার বিচার বিশ্লেষণ করেছে। দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান করতে হবে। নাহলে কিন্তু পর্যটন শিল্প ক্রমশ গুরুত্ব হারাতে শুরু করবে। বহু দেশ কিন্তু পর্যটকদের ওপরে নির্ভর করে উপার্জন করে থাকে। এদিকে ভারতের বিদেশ দফতর থেকে বলা হয়েছে। কাশ্মীর এতকাল ধরে অবহেলিত ছিল। তার ফলেই কাশ্মীরে জঙ্গিরা আস্তানা গেড়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের পুরো মদত ছিল। এখন কাশ্মীরের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মোদি সরকার সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে এবং কাশ্মীরকে শিল্প রাজ্য হিসাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কাশ্মীর এখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। কাশ্মীরে রাজ্য সরকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে মোদি সরকার সব সময়ে সক্রিয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হামলা আজও অব্যাহত। ভারতের কাশ্মীর এবং ইউরোপের কাছে ইউক্রেন এখন মুখ্য সমস্যা হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। জি-২০ সম্মেলন বয়কট করে বেশ কিছু ভারত বিরোধী রাষ্ট্র প্রমাণ করে দিল যে কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে না। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নেতারা অনুভব করতে পারছেন যে ইউক্রেনে আগামি দিনে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। রাশিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে জেলেনস্কিকে প্রেসিডেন্ট পদে রাখা চলবে না। ইউক্রেনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচকে বেলারুশের মিনস্কে নিয়ে গিয়েছে রাশিয়া। তাঁকে ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা দিতে পারে রাশিয়া। রাশিয়া পরিস্কার করে বলে দিয়েছে জেলেনস্কি থাকলে রাশিয়া ইউক্রেন থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না। এর শেষ দেখে ছাড়বে রাশিয়া। আমেরিকা এর শেষ দেখতে রাস্তায় নেমে পড়েছে। নেটোর সদস্য দেশ হচ্ছে আমেরিকা। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মান ইউক্রেনের পক্ষে নেমেছিল আগেই। ইউক্রেনকে শক্তিশালী ড্রোন দিয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ। তাই দিয়ে প্রচণ্ড লড়াই করে চলেছে ইউক্রেনের সেনারা। কাশ্মীরে জি-২০ সম্মেলনে বিশ্ব পর্যটন শিল্প নিয়ে যে আলোচনা উঠে এলো তার মধ্যেই কীভাবে পর্যটন শিল্প আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে চিত্রটি। যুদ্ধ থামাতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে প্রসঙ্গ উঠতে শুরু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ একটি দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়। যুদ্ধে রত উভয় পক্ষ মনে করলে এই যুদ্ধ থামাতে পারে। কোনও তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন পরে না। বিশ্ব উন্নয়নর রাস্তা তৈরি করতে গেলে এই যুদ্ধের অবসান হওয়া উচিত।

হেরিটেজ কলকাতা পুরসভার ভবন

কলকাতা পুরসভার গঠন হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯২২ সালে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত্বশাসন সংস্থা হিসাবে কলকাতা পুরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দু'বার ১৯৫১ সাল এবং ১৯৫৬ সালে কলকাতা পুরসসভা আইন বদল করে। বর্তমান কলকাতা পুরসভাটি ১৯৮০ সালে সংশোধিত আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক হচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম। ১৮৯৬ সালে কলকাতা করপোরেশন জনসমক্ষে আসে। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন বদলে ফেলা হয়। কলকাতা পুরসভার প্রথম মহানাগরিক হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি ১৯২৪ সালে কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র হন। তারপরে আসেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কলকাতা পুরসভার মেয়র হিসাবে কাজ করেছিলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও

কলকাতা পুরসভার মেয়র ছিলেন। কলকাতা পুরসভার উন্নতির মূলে ছিলেন হক সাহেব। তিনি কলকাতা পুরসভার নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই তৈরি হয়েছিল কলকাতা পুরসভা। তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে বহু বছর কাজ করেছিলেন। তখন মেয়র পদটা তৈরি হয়নি। হক সাহেব কলকাতা শহরটাকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে সুন্দর উদ্যান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন গ্রেটার কলকাতায় পানীয় জলের বিশাল সমস্যা ছিল। সেই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে টালা ট্যাঙ্ক তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আগে কলকাতায় গঙ্গার বানে ভেসে যেত। সেই কলকাতাকে রক্ষা করতে তৈরি করা হয়েছিল বহু খাল। কলকাতা শহরটাকে সুরক্ষিত রাখতেও তৈরি করা হয়েছিল এইসব খালগুলো।

উচ্চ মাধ্যমিক মেধা তালিকায় নবম স্থানে জামালপুরের মোনালিসা পাল

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ মেঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় নবম স্থান দখল করে জামালপুরের মুখ উজ্জ্বল করলো পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের সেলিমাবাদ হাই স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী মোনালিসা পাল। সে ৪৮৮ পেয়ে নবম স্থান অধিকার করেছে। বাংলায় ৯১, ইংরাজিতে ৯৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৯, শারীর শিক্ষায় ৯৯, সংস্কৃতে ৯৮ এবং দর্শনে ১০০ পেয়েছে বাবা গৌতম পাল ও মা মৌসুমী পালের একমাত্র সন্তান মোনালিসা। পারিবারিক অবস্থা ততটা স্বচ্ছল নয় মোনালিসার। বাবা গৌতম পাল পেশায় একজন সেলসম্যান। বেশ কষ্টের সাথেই তাকে সংসার চালাতে হয়। সেই পরিবার থেকে এই চোখ ধাঁধানো রেজাল্ট করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে মোনালিসা। রেজাল্ট ঘোষণার সাথে সাথেই তার বাড়িতে প্রচুর মানুষের সমাগম হচ্ছে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে। তাকে শুভেচ্ছা জানাতে তার বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খান। সঙ্গে ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের লোক সভাপতি তাবারক আলি মন্ডল ও ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক। উপহার হিসাবে তার হাতে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর একটি মূর্তি স্মারক স্বরূপ তুলে দেন মেহমুদ খান। মোনালিসা ভবিষ্যতে ডব্লিউবিসিএস অফিসার হতে চায়। তার বাবাও মেয়েকে সাধ্যমত পড়াতে চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি তার মেয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য যদি কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তার আবেদন জানান। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, মোনালিসা জামালপুরের গর্ব। ওর জন্য সত্যি আজ সকল জামালপুরবাসী গর্বিত। তিনি বলেন তার পড়াশুনার জন্য যে কোনো রকমের সাহায্য তারা করবেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ কর্মকার স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত, তিনি জানান, প্রথম থেকেই লেখাপড়ায় ভালো মোনালিসা। সে যেমন মেধাবী তেমনই খুবই নম্র, ভদ্র ও গুণী মেয়ে। সে যে ভালো রেজাল্ট করবে সে বিষয়ে তারা আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু এখন সে যা রেজাল্ট করেছে তাতে করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি আজ গর্বিত। অনেক আশীর্বাদ করেন তিনি মোনালিসাকে। মোনালিসা আগামীতে কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ন বা বেথুন কলেজে পড়তে চায়। এদিন জামালপুর থানার পক্ষ থেকে সেকেন্ড অফিসার তাপস কুমার শীল এবং সৌরভ তেওয়ারি মোনালিসার বাড়িতে গিয়ে তার এই সাধারণ সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর জলস্বপ্ন নিয়ে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ মে ঃ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল বিভিন্ন জায়গায় মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০২৪-এর মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যায় সেই লক্ষ্য রেখেই কাজ করছে রাজ্য সরকার। সেই মর্মেই বুধবার বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার কনফারেন্স হলে জল জীবন প্রকল্প নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা সহ বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়াও এই বৈঠকে পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানের সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, আজ মূলত এই বৈঠক হলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষের কাছে যেন পানীয় জল পৌঁছায়। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেই পানীয় জল যেন প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় অফিসাররা এই বিষয়ে কাজ করছেন। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের জনপ্রতিনিদের নিয়ে আমাদের এই বৈঠক আমাদের যে লক্ষ্য সেটা যেন পূরণ হয়। গ্রীষ্মকালীন সময়ে কিছু জায়গায় খরা দেখা যায় সেখানেও যাতে জলের অভাব না হয় সেই বিষয় নিয়েও জেলা শাসকদের সাথে আলোচনা হয়েছে। তবে এদিন মন্ত্রী স্বীকার করেন এখনও পর্যন্ত মাত্র ৪২ শতাংশ এলাকায় তারা জল পৌঁছাতে পেরেছেন। যে সমস্ত জায়গায় পানীয় জল পৌঁছেছে সেখানে যেন জল সরবরাহের কোন সমস্যা না হয় সে বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, আমাদের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এই বৈঠক করা হলো। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান যাতে জনসংযোগের মাধ্যমে করা যায় মূলত সেই নিয়ে এই বৈঠক। পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন এই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জলের লেয়ার কমে যাওয়াতে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান না। তাই সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয় এই বিষয় নিয়েই আজকের এই বৈঠকে আলোচনা করা হলো।

মেধাতালিকায় তৃতীয় তমলুকের চন্দ্রবিন্দু

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৪ মে ঃ উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় হয়েছে তমলুকের হ্যামিল্টন হাইস্কুলের ছাত্র চন্দ্রবিন্দু মাইতি। তার বাড়ি তমলুক থানা এলাকার শঙ্করআড়ায়। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় রাজ্যে তৃতীয় তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলের চন্দ্রবিন্দু মাইতি, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। পরিবারে খুশির জোয়ার। ইতিমধ্যে তমলুকের বিভিন্ন মানুষজন মিষ্টি এবং ফুলের তোড়া নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের সফলতম ছাত্র চন্দ্রবিন্দু মাইতির বাড়িতে এসে তাকে শুভেচ্ছা জানায়। ছেলের এমন সাফল্যে আপ্লুত এবং খুশি বাবা-মা। তমলুকের শংকরআড়া এলাকায় বাড়ির পাশেই একটি ছোট্ট হোটেল রয়েছে রাজ্যের তৃতীয় স্থানাধিকারী চন্দ্রবিন্দু মাইতির বাবা তপন মাইতির।

সাঁওতালি ভাষায় প্রথম দুই ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৪ মে ঃ আবারও সাঁওতালি ভাষায় সাম্ভাব্য যুগ্ম ভাবে প্রথম হল ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধীন একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী সরস্বতী বাস্কে ও মৌসুমি টুডু। সরস্বতী বাস্কে দিনমজুর পরিবারের এক আদিবাসী কন্যা। সে চায় শিক্ষিকা হয়ে বাল্য বিবাহ রোধের বার্তা দিতে। আপর আরেক জন ছাত্রী চায় পুলিশ হয়ে দেশবাসীকে সুরক্ষা দিতে। রামকৃষ্ণ মিশনের দুই ছাত্রীর সাফল্যে খুশি তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা থেকে গ্রামের মানুষজন। সরস্বতী বাস্কের বাবা বিশ্বনাথ বাস্কে দিনমজুর। তার বাড়ি বিনপুর এক ব্লকের চাপাবনি গ্রামে। সে ভূগোল নিয়ে লেখাপড়া করে আগামীতে শিক্ষিকা হতে চায়। সরস্বতী জানায়, আমাদের সমাজে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে। এটা ঠিক নয়, আমি নিজে লেখাপড়া করে বুঝতে পেরেছি। মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। আমি শিক্ষিকা হয়ে এই কথাগুলো বিশেষ করে মেয়েদের কাছে তুলে ধরতে চাই। অন্য আর একজন ছাত্রী মৌসুমী টুডুর বাবা গনেশ টুডু বাঁকুড়া জেলার ফুলকুশমা এলাকায় লিপাম গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চাষবাস করে দিন গুজরান করেন। মৌসুমি টুডু জানায় সে ইংরেজি নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর কলকাতা পুলিশের অফিসার হয়ে দেশবাসীকে সুরক্ষা দিতে। জানা গিয়েছে সরস্বতী বাস্কের মোট নম্বর ৪৭২। যার মধ্যে ভূগোল ৮০, ইংরেজি ৯২, সংস্কৃতি ৯৩, সাঁওতালি ৯৮, শরীরশিক্ষা ৯৯, দর্শন ৯০। অন্যজন মৌসুমি টুডুর মোট নম্বর ৪৭২। যার মধ্যে সাঁওতালিতে পেয়েছে ৯৫, ইংরেজিতে ৯০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৪, শরীর শিক্ষাতে ৯৭, পুষ্টি বিজ্ঞান ৯৬। উল্লেখ্য এর আগে ঝাড়গ্রাম একলব্য আর্দশ আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র বাউড়ি টুডু রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এছাড়াও জয়েন্ট এন্ট্রান্সে একলব্য বিদ্যালয়ের ৫ জন পড়ুয়া. সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন পাটনা আইআইটিতে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিল। বিদ্যালয় সুত্রে জানা গিয়েছে এবছর ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধীন একলব্য, আর্দশ আবাসিক বিদ্যালয় থেকে মোট ৬৬ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। যার মধ্যে ৩৫ জন ছাত্র ও ৩১ জন ছাত্রী। এই বিদ্যালয় থেকে যতজন পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে।

সাংসদের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ তৃণমূলের নেতারা বোম বানানোর দোকান খুলে বসেছে। সেই বোম দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে করতে চাইছিল। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন রাজ্যে পর পর বিস্ফোরণ কান্ড নিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। রাজু বিস্তা আরও বলেন, এবার আর দশ কোটি রাজ্যবাসী ভয় পাওয়ার নয়। পালানোর জায়গা পাবেন না তারা।

ডান্সবার বন্ধ করতে কড়া প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৪ মে ঃ তীর্থক্ষেত্রে বাউন্সার দিয়ে চলছে বার। অনুমতি ছাড়াই ছোট ছোট পোশাকে চটুল গানের সঙ্গে চলে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির নাচ। রাত বাড়লে বেলেল্লাপনা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ওড়ানো হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। মদ্যপানে এবং মহিলাদের নৃত্যে বুঁদ হলেই মদ্যপায়ীদের করা হয় সর্বশান্ত। কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল, সোনার গয়না। এমনই অভিযোগ পেয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে প্রশাসন। মন্দির কমিটিও বার বন্ধের দাবি জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ এখন রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এই তীর্থক্ষেত্রে আগত যাত্রীদের নেশায় বুঁদ করে অর্থ উপার্জন করতে মন্দিরের ঢিলছোড়া দূরত্বে গজিয়ে উঠেছে বার। তার আড়ালে চালানো হচ্ছে স্বল্প পোশাকের তরুণীদের নৃত্য। প্রায় দিন এনিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয় সেখানে। মদ্যপায়ীদের বাউন্সার দিয়ে মারধর করে বাইরে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি টাকা, মোবাইল, সোনার গয়না কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি জয়ন্ত রায় নামে এক মদ্যপায়ীর সঙ্গে এমনই ঘটনা ঘটেছে। তিনি প্রশাসনের সর্বত্র লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, বারের ভিতর রাত বাড়লে মদের সঙ্গে ড্রাগ মেশানো হয়। হুক্কা বারে গাঁজা, চরস মিশিয়ে সবাইকে বুঁদ করে চলে লুঠপাট। আমার সঙ্গেও একই ব্যবহার করা হয়েছে। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার চেন কেড়ে নিয়েছে বারের ম্যানেজার সপ্তম সিংহ এবং বাউন্সার সিলন শেখ। আমি প্রশাসনের সর্বত্র লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মন্দির কমিটিও। মন্দিরের সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, কোন তীর্থক্ষেত্রে বার কাম্য নয়। ডান্স বার তো নয়ই। প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিঁচুড়িতে টিকটিকি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ মে ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিঁচুড়িতে মিললো টিকটিকি। অভিযোগ টিকটিকি পড়া খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের ছাতিমপুর গ্রামে। এই খিঁচুড়ি খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে গ্রামের বহু শিশু। কারো পায়খানা তো কারো বমি হচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভুলের জন্যই এই ঘটনাটি ঘটেছে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। গ্রামে আসে স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল। অসুস্থদের দেওয়া হয়েছে ওআরএস। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির বেহাল দশা। কর্মীরা অসর্তকভাবে রান্নার কাজ করেন বলে খিচুড়িতে টিকটিকি পড়েছে। সেই খিঁচুড়িই ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের খাওয়ানোয় এই বিপত্তি। অনেক শিশু অসুস্থ, শেষ পর্যন্ত কি হবে জানা নেই। গ্রামবাসীদের দাবী, দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী অর্চনা জোশী মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতর, গার্ডেন রিচে কর্মীদের সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আলোচনা এবং সমাধানের বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিদের সাথে দুদিনের সভা করেন এবং এই বৈঠকে বিভাগীয় প্রধানগণও উপস্থিত ছিলেন। -নিজস্ব চিত্র।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. অন্ত্র_২_৯২৩_১২_২_২০২৩-২৪

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ [illegible] ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক নবীকরণের কাজ। কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ১,৪৪,০২,৯২৭.৬৬; বায়না অর্থঃ ₹ ২,২২,০০০.০০; সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ১২ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৫.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। বিশদ টেন্ডার নথি https://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। MISC-40/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং.
ডিসিই-বিএল-১৩-১৪-১৫-১৬-২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ/ ওপেন লাইন/ এন.ই. রেলওয়ে/ গোরক্ষপুর, আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার নিম্নলিখিত কাজের জন্য-

ক্র. নং.-১, ই-টেন্ডার নং. ঃ ডিসিই-বিএল-১৩-২০২৩, কাজের বিবরণ- প্ল্যাটফর্ম এবং চলমান সিঁড়ি পরিদর্শনের বন্দোবস্ত ৭৬ টি প্লেট / কম্পোসাইট / পিএসসি গ্রিডার ব্রিজ এলজেএন ডিভিশনে এন.ই. রেলওয়ে। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (₹) ঃ ২,২১,০৩,৮৩৮.৩৮, বায়নামূল্য (₹) ঃ ২,৬০,৫০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য ,** সম্পাদনের মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে ঃ **১২ (বারো) মাস।**

ক্র. নং.-২, ই-টেন্ডার নং. ঃ ডিসিই-বিএল-১৪-২০২৩, কাজের বিবরণ- রং করা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ প্লেট গ্রিডার / ওডব্লুজি ব্রিজ, আরওবি ইত্যাদিতে এলজেএন ডিভিশনে এন.ই. রেলওয়ে। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (₹) ঃ ৭৮,৩১,৫৩৭.১১, বায়নামূল্য (₹) ঃ ১,৫৬,৬০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য ,** সম্পাদনের মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে ঃ **০৬ (ছয়) মাস।**

ক্র. নং.-৩, ই-টেন্ডার নং. ঃ ডিসিই-বিএল-১৫-২০২৩, কাজের বিবরণ- রং করার কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ প্লেট গ্রিডার / ওডব্লুজি ব্রিজ, আরওবি ইত্যাদিতে এলজেএন ডিভিশনে এন.ই. রেলওয়ে। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (₹) ঃ ২,১৭,১১,৮১৭.৭৭, বায়নামূল্য (₹) ঃ ২,৫৮,৬০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য ,** সম্পাদনের মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে ঃ **১১ (এগারো) মাস।**

ক্র. নং.-৪, ই-টেন্ডার নং. ঃ ডিসিই-বিএল-১৬-২০২৩, কাজের বিবরণ- রং করার কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ প্লেট গ্রিডার / ওডব্লুজি ব্রিজ, আরওবি ইত্যাদিতে আইজেডএন ডিভিশনে এন.ই. রেলওয়ে। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (₹) ঃ ৬৯,৭৭,৫৮১.৮৪, বায়নামূল্য (₹) ঃ ১,৩৯,৬০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য ,** সম্পাদনের মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে ঃ **০৬ (ছয়) মাস।**

• ই-টেন্ডার খোলার তারিখ **১৫.০৬.২০২৩ বেলা ১১.০০ ঘটিকা।** • ই-টেন্ডার গ্রহণের তারিখ **১৫.০৬.২০২৩ বেলা ১০.৫৯ ঘটিকা পর্যন্ত।** ই-টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য, যোগ্যতার বিষয়সূচী, নিয়ম ও শর্তাবলী পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in**।

CPRO/W-100 এক্সইএন/ বিআর / ওএল / গোরক্ষপুর

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

ট্রেনের মধ্যে ধূমপান করবেন না

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide **Notice No. & Dated – eNIT No: 414 & 415/JGP/ eNIT Date : – 24/05/2023 @ https://wbtenders.gov.in/** for necessary information. Last date of bidding **01/06/2023.**

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/ই-অক/২০২২ তারিখঃ ২২.০৫.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রাকারী ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেন-এর ০২টি এসএলআর-এ দুই বছরের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সহ [illegible] অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে বর্তমান ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশ নিতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলে একবারের জন্য [illegible] নথিভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক। [illegible] ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণ করতে হবে। অকশন ক্যাটালগ সংক্রান্ত বিশদঃ ক্যাটালগ নং. সিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৩-আইডি। ট্রেন নম্বরঃ ০২ এসএলআর ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেন। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৬.০৬.২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। HWH-67/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/ ১২/ ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in

ডব্লুবি-এইচএমসি/ এনআইটি / ইডি / ০২ / মার্কেট / ২৩-২৪ তারিখ ঃ ২৩.০৫.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট), এইচএমসি আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে ২টি কাজের জন্য ১) নিকাশী নবীকরণ দানেশ শেখ লেন সুপার মার্কেটে, অধীন এইচএমসি, ওয়ার্ড নং-৩৯ ও ২) মেরামতি এবং নবীকরণ হকার্স কর্নারের শাখা অংশ হারাগঞ্জ মার্কেটে প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও মার্কেট বিভাগ / https://wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ০৩.০৬.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

৪৪(১)/ ২৩-২৪ ২৪.০৫.২০২৩

হাওড়া পৌর নিগম

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.myhmc.in

সাফাই বিভাগ

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচ.এম.সি. টেন্ডার আহ্বান করছেন নিম্নে উল্লেখিত অনুসারে, আগ্রহী ঠিকাদারদের জমা করতে হবে দরপত্রের সঙ্গে প্যান কার্ড, আপ টু ডেট জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।

ক্র. নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. তারিখ
০১	বিভিন্ন নিকাশী নালা ভেঙে ফেলার কাজ ওয়ার্ড নং. ৩২, অধীন এইচ.এম.সি. (২য় কল)।	নং. ২৯৪ / কনস. / ২৩-২৪ তারিখ -২২.০৫.২০২৩

দরপত্র জমা বন্ধ (অনলাইন) ঃ ৩১.০৫.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দয়াকরে দেখুন ঃ https://www.wbtenders.gov.in।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

৪২(২) / ২২-২৩ ২৪.০৫.২০২৩

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia,
Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING TENDER

Amgachia Gram Panchayat has invited 3 no. **N.I.eTs on 24.05.2023 vide N.I.eT No. 256/AGP/TN/2023, N.I.eT No. 257/AGP/TN/2023 and N.I.eT No. 258/AGP/TN/2023** scheduled to be opened on **05.06.2023 (12.00 pm)** and last date of submission is on **31.05.2023 (up to 6.55 pm).** For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN: L17297WB1981PLC034226

রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ৪০৭, ৪ ফ্লোর, প্রিমিসেস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

ই-মেলঃ investors@mavensbiotech.com , ওয়েবসাইট ঃ www.mavensbiotech.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			ত্রৈমাসিক শেষে	
		৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ ডিসে ২০২২	৩১ মার্চ ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ মার্চ ২০২২
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	০.১৮০	-	-	০.১৮০	১.১৫৩
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৪.৭৭৬)	(৩.৩৩৯)	(৪.১১৪)	(১৬.৯৫৭)	(১৪.১৯৩)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২৯৪.৪২৪	(৩.৩৩৯)	(৪.১১৪)	১.৮৫৩	(১৪.১৯৩)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২৯৪.৪২৪	(৩.৩৩৯)	(৪.১১৪)	১.৮৫৩	(১৪.১৯৩)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২৯৪.৪২৪	(৩.৩৩৯)	(৪.১১৪)	১.৮৫৩	(১৪.১৯৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	**(৫৫৬.০৯৫)**	**(৫৫৭.৯৪৮)**
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর সমাপ্ত ছাড়া) মূল ও মিশ্র	০.২৬৮	(০.০০৩)	(০.০০৪)	০.০০২	(০.০১৩)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.mavensbiotech.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-এর পক্ষে
জয় প্রকাশ
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No. 02525414

তারিখ ঃ ২৪মে, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-৪৬-ডিওআইসিইই কেজিপিক্যু-এমজুপিসি-২৩-২৪, তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিইই (ডব্লুএস), খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য কাজের পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর এর আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের নাম ঃ এমজুএস/কেজিপি-তে প্রতি মাসে ওয়াগন পিওএইচ-এর ক্ষমতা ৪৫০ থেকে ৫৫০ টি ওয়াগনে বৃদ্ধি। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৪৮,০৭,৯৫৯.২৭ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৯৬,২০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬.০৭.২০২৩ তারিখ ও বেলা ৩.০০টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ টেন্ডার বন্ধের তারিখের পনেরো দিন আগে থেকে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত সফলভাবে টেন্ডারদাতারা তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। (PR-198)

NIeT No:- 01/PGP/2023-24(2nd Call)
Dated:- 24.05.2023

Last date of Submission- On or before **31/05/2023 (up-to 06.00 PM).** Date of Opening- **03/06/2023 (From 11.00 Noon).** (For viewing Tender :- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/-Pradhan
Punisole Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat
Notice Inviting Tender No. 55 & 56, Dated: 24/05/2023

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Shibrampur Gram Panchayat invites tender. Bid submission starting **from 24/05/2023 at 5:30 PM.** Last date of submission of Bid **on 31/05/2023 at 2.30 PM.** Bid Opening date **on 03/06/2023 at 11.30 am.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

জনবিজ্ঞপ্তি

সম্পত মার্কেটিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
রুম নং-জি-২, কলকাতা-৭০০০৬৯

অনুসারী হিসাবে সার্কুলার নং **ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং. ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা **০৯ জুলাই, ২০১৫** সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, যদি থাকে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তরফে, ১) **শ্রী মহেশ আগরওয়াল (DIN: 00129240)** নিবাস-৩৮৬এ, ব্লক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ, পেশা-চাকরি, ২) **শ্রী অরবিন্দ কুমার সহায় (DIN: 08764374)** নিবাস-এফজি১, অমৃতা বিহারী কমপ্লেক্স, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, পেশা-চাকরি, সঙ্গে তাহাদের সহযোগী (এরপর উল্লেখ হবে সংযুক্তভাবে ''অধিগ্রহণকারী'' হিসাবে) প্রশাসনিক দ্বায়িত্ব গ্রহণ করছেন **কিশান কুমার সারস্বত, নিকেশ কুমার জয়সোয়াল, কুন্দন কুমার সিং, বিরেন্দ্র কুমার কোঠারি, পলাশ হাজরা, ধিরাজ কুমার মালি এবং স্বপন চ্যাটার্জি** থেকে যা একটি বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্স কোম্পানি (এরপর উল্লেখ হবে ''কোম্পানি'' হিসাবে) **সম্পত মার্কেটিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড** থেকে **৩১-০৩-২০২০** তারিখে, কোম্পানির সমস্ত বর্তমান ডিরেক্টর এবং তাদের সহযোগী (এরপর উল্লেখ হবে ''বিক্রেতা'' হিসাবে), কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর সঙ্গে প্রশাসন আইনত পরিবর্তিত হয়েছে উপরোক্ত অধিগ্রহণকারীর পক্ষে ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে। পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যক্রমকে সুসংহত ও শক্তিশালী করা এবং এর ভিত্তি তৈরি করা।

প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের ফলে যার আগ্রহ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি উপরোক্ত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস ১৫, এন. এস. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১-এ অধিগ্রহণকারী, বিক্রেতা বা কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

উপরোক্ত নামের অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং বিক্রেতার তরফে প্রচারিত হইল।

তারিখ ঃ ২৪.০৫.২০২৩

বোর্ডের আদেশানুসারে/-

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে শেয়ার শংসাপত্র নং. **১২৮৯৭** এবং **৭৯১০৬** জন্য **৯৬০** এবং **৪৮০** সাধারণ শেয়ার প্রতিটির স্বতন্ত্র নং. **২৩৬৫৫৮৯১-২৩৬৫৬৮৫০** এবং **২৫১৫২৫৬০১৬-২৫১৫২৫৬৪৯৫ আইটিসি লিমিটেড**-এর যা রয়েছে **খিলনা ডেম্বলা** এবং **তনুজা ডেম্বলা** নামে অধীন ফোলিও নং ঃ **০৪/ ১৭৮৭০** যা হারিয়ে / চুরি গেছে এবং একটি আবেদন জানানো হয়েছে নকল শংসাপত্র প্রদান করার জন্য উপরোক্ত ভিত্তিতে কোম্পানি ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টারে, আইটিসি লিমিটেড, ৩৭, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ ঠিকানায়। যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে, ওই নকল শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার **১৫ দিনের** মধ্যে জানান।

জনসাধারণকে এই শেয়ারগুলি নিয়ে কোনরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।

তারিখ ঃ ২৫.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

Dehibatpur Gram Panchayat
Dehibatpur, Alati, Pursurah, Hooghly
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 004/DGP/23-24 Sl. 01 & 02 (2 nos of Scheme); Fund : 15 th F.C. Dated 24/05/2023 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/ NEFT/RTGS from any working day **from 25/05/2023 to 09/06/2023 (10:00 AM to 4:00 PM),** Bid submission closing online on **09/06/2023 at 4:00 PM.** For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Dehibatpur Gram Panchayat

Office of the Narayanpur Bahirkhand Gram Panchayat
Bahirkhand, Haripal, Hooghly
E-NIT No-189, 190, 191/NBGP/2023, dt. 25.05.2023

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the works. Tender details along with relevant documents has to be downloaded from the website wbtenders.gov.in. Date of submission of e tender starts on any working day **from 25.05.2023 to 31.05.2023.** last date of dropping of e-tender working day on **31.05.2023 not later than 4 pm.** Date of opening of e tender at **12 pm on 01.06.2023.** For other details or query please visit the website or contact office address in any working days within office hours.

Sd/- Prodhan
Narayanpur-Bahirkhand Gram Panchayat

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে উল্লেখিত শেয়ার শংসাপত্রগুলি যার **ফোলিও নং. ০৪ / ১৭৯৯৭ আইটিসি লিমিটেড**-এর যা রয়েছে **খিলনা ডেম্বলা** এবং **তনুজা ডেম্বলা** নামে যা হারিয়ে / চুরি গেছে এবং একটি আবেদন জানানো হয়েছে নকল শংসাপত্র প্রদান করার জন্য উপরোক্ত ভিত্তিতে কোম্পানি ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টারে, আইটিসি লিমিটেড, ভার্জিনিয়া হাউস, ৩৭, জহরলাল নেহেরু নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ ঠিকানায়।

শংসাপত্র নং.	শেয়ার সংখ্যা (ফে.ভ্যা. ১টাকা প্রতি)	স্বতন্ত্র নং.
আইইপিএফ	২০০০	২৩৬৭২৩৫১-২৩৬৭৪৩৫০
আইইপিএফ	১০০০	২৫১৫২৬৪২৪৬-২৫১৫২৬৫২৪৫
আইইপিএফ	৩০০০	৩৮৪৯৪৬১৬০৪-৩৮৪৯৪৬৪৬০৩
২৩৭৪২১	৩০০০	৮০৬৮৮০৪৬২৯-৮০৬৮৮০৭৬২৮

যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে, ওই নকল শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার **১৫ দিনের** মধ্যে জানান।

জনসাধারণকে এই শেয়ারগুলি নিয়ে কোনরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।

তারিখ ঃ ২৫.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে
রেজিস্টার অফ কোম্পানিস, কলকাতা

বিষয়বস্ততু হচ্ছে সাব-সেকশান(৩) সেকশান ১৩ লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮ এবং রুল ১৭ লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯ বিষয়বস্ত লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮, সেকশান ১৩(৩) এবং বিষয়বস্ত **আরাধ্য রেসিডেন্সিয়াল ডেভেলপারস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশান্স এলএলপি** (LLPIN:AAL-0347) যার রেজিস্টার্ড অফিস **১৮ গিরি বাবু লেন, ১ম ফ্লোর, রুম নং-১ই ও এফ, কলকাতা-৭০০০১২ (প.ব.)** আবেদনকারী

এতদ্বারা জনস্বার্থে সূচিত করা যায় যে এলএলপি প্রস্তাব আকারে আবেদন রেখেছে রেজিস্টার অফ কোম্পানিস, মুম্বই সমীপে অধীন সেকশান ১৩(৩) লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮ মোতাবেক অনুমোদন পাওয়ার জন্য নিজেদের রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর করতে ''**পশ্চিমবঙ্গ**'' রাজ্য থেকে ''**মহারাষ্ট্র**'' রাজ্যে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বার্থহানি হয়ে থাকে প্রস্তাবিত এলএলপি রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরে কারণ দর্শাতে চান বা রেজিস্টার পোস্টের মাধ্যমে নিজের আপত্তি এফিডেভিট আকারে নিজের আগ্রহ এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে পাঠান রেজিস্টার অফ কোম্পানিস, কলকাতা দপ্তরে, ২১(একুশ) দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে একটি কপি পাঠান আবেদনকারী এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানায় যা উপরে উল্লিখিত।

আরাধ্যা রেসিডেন্সিয়াল ডেভেলপারস
অ্যান্ড কনস্ট্রাকশান্স এলএলপি-র পক্ষে
স্বা /-
সুনীল কুমার দোকানিয়া
(অংশীদার পদাধিকারী)
DPIN : 00421264

তারিখ ঃ ২৫.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড

CIN: L24230WB1982PLC034492

রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

ই-মেলঃ investors@adinathbio.com ,
ওয়েবসাইট ঃ www.adinathbio.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			ত্রৈমাসিক শেষে	
		৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ ডিসে ২০২২	৩১ মার্চ ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ মার্চ ২০২২
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	-	-	৪.০৫১	৮.৪৯১	৫.৩১৯
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৩.৯২৯)	(২.০৬৭)	১.৩৯০	(৩.৯৬৯)	(৫.৭১০)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	**(৩.৯২৯)**	**(২.০৬৭)**	১.৩৯০	**(৩.৯৬৯)**	**(১০৫.৬২৫)**
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	**(৩.৯২৯)**	**(২.০৬৭)**	১.৩৯০	**(৩.৯৬৯)**	**(১০৫.৬২৫)**
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	**(৩.৯২৯)**	**(২.০৬৭)**	১.৩৯০	**(৩.৯৬৯)**	**(১০৫.৬২৫)**
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	**(২২১০.৬১৩)**	**(২২০৬.৬৪৪)**
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর সমাপ্ত ছাড়া) মূল ও মিশ্র	(০.০০২)	(০.০০১)	০.০০১	(০.০০২)	(০.০৪৮)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.adinathbio.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড-এর পক্ষে
কিশান সিং
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No. 07526266

তারিখ ঃ ২৪মে, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L567120WB1979PLC032376 ফোন ঃ ২২৩০৯০৯৫ ই-মেল ঃ omnikol1997@gmail.com

স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী
ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(রাশি টাকায়)

	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তে			বছর শেষে	বছর শেষে
		৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২২ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৮৫২৭	৩৩৩৭	৮৬৭২	১৭১৯৮	৩৩৩৭
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৭৩৫৮	৪১৬৩	৮১৭১	১৫৭৪৫	৩০৩৭
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (পরে অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৭৩৫৮	৪১৬৩	৮১৭১	১৫৭৪৫	৩০৩৭
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (পরে অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৪৮৮৬	৩৬৮৩	৮১৭১	১৩২৭৩	২৫৫৭
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৬৯৬৪)	১৯৯৬২	৩১৬৮৯	১১৮২০০	২৬৪১৯৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০
৭.	সংরক্ষিত(রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে	১৬৮৬২৪১	১৫৬৮০৪১	১৫৬৮০৪১	১৬৮৬২৪১	১৫৬৮০৪১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১ টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (ক) মূল	২.০৪	১.৫৩	৩.৪০	৫.৫৩	১.০৭
	(খ) মিশ্র	২.০৪	১.৫৩	৩.৪০	৫.৫৩	১.০৭

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.omaniholdings.in)।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-
(এস.এস. জৈন)
ডিরেক্টর
DIN : 00013732

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৫.২০২৩

দুরন্ত ভ্রমণ

ভাসমান হোমস্টেতে রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা নিতে চান? চলুন এই রাজ্যে

পর্যটনের জগতে এখন অন্যতম জনপ্রিয় বিষয়টা হল হোমস্টে। হোটেলে থাকতে অনেকেই এখন আর পছন্দ করছেন না। বেড়াতে গিয়েও বেশ ঘরোয়া পরিবেশে থাকতে চাইছেন সকলে। তাই পাহাড়ে এখন সুপারহিট হোমস্টে। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে আমাদের দেশের একটি রাজ্যে ফ্লোটিং হোমস্টে নামক বেশ কিছু হোমস্টে রয়েছে। জলের উপর হোমস্টে। তবে কাশ্মীর বা কেরলের হাউসবোট কনসেপ্ট কিন্তু এটা নয়। ফ্লোটিং হোমস্টেতে থাকার জন্য আপনাকে যেতে হবে মণিপুর। মণিপুরের লোকতাক হ্রদের উপরে রয়েছে এই ভাসমান হোমস্টে। হাউস বোট কিন্তু একেবারেই নয়। এই হ্রদে এক রকমের ঘাস তৈরি হয়। ঘাসগুলি জলের

উপরেই ভাসতে থাকে। এর ফলে হ্রদের ওপরে চরের মতো জায়গা তৈরি হয়ে যায়। যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ফুমুডি। সেই ঘাসের উপরেই তৈরি হয়েছে এই হোমস্টেগুলি। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরাই এই হোমস্টে তৈরি করেছেন। লোকতাক হ্রদে ভাসমান ঘাসের উপরে গুটি কয়েক কটেজ তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই হয় অতিথি আপ্যায়ণ। নৌকা করে সেই ভাস্যমান হোমস্টেগুলিতে পৌঁছোতে হয়। না দেখলে বোঝার উপায় নেই সেই ঘাসগুলি কতটা উঁচু। মণিপুরী ট্র্যাডিশনাল ধাঁচে গড়া নৌকা নিয়ে যাবে হ্রদের মাঝে সেই ভাসমান ঘাসের উপরে তৈরি হোম স্টেতে। অতিথি আপ্যায়ণের কোনো খামতি নেই এখানে।

এল এমু আর টার্কি, পর্যটকদের আকর্ষণের জায়গা এখন রঘুনাথগঞ্জের এই পার্ক

পর্যটন মানচিত্রে নতুন মাত্রা দিতে এগিয়ে এল জঙ্গিপুর পৌরসভা। তাদের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের সুভাষ দ্বীপের পাখিরালয়ে নিয়ে আসা হল ছ'টি এমু পাখি ও ১২টি টার্কি পাখি। জঙ্গিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম ও পৌর কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে এই পাখিগুলিকে ছাড়া হল। জঙ্গিপুর পৌরসভার উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জে অবস্থিত সুভাষ দ্বীপ। বর্তমানে প্রচুর পর্যটকের আনাগোনা এই সুভাষ দ্বীপে। তবে পাখি থাকলেও তা ছিল সংখ্যায় কম। এই জল-মাটিকে ভালোবেসে তাদের কেউ কেউ রয়ে গিয়েছে এখনও। দূর প্রান্তের উড়ানে ডানা মেলার আগে এখনও অতিথি পাখির কলকাকলিতে মজে রঘুনাথগঞ্জের এই পাখিরালয়। তাই নতুন ভাবনা নেয় জঙ্গিপুর পৌরসভা। জঙ্গিপুর পৌরসভার উদ্যোগে ছাড়া হল পাখি। মূলতঃ, এমু পাখি বড়ো পাখি হিসেবেই পরিচিত। পর্তুগিজ, আরবি থেকে নামটি অনুবাদ করা হয়েছে বড়ো পাখি হিসাবে। এমু সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় হ'ল সুন্দর সাঁতার কাটার ক্ষমতা। টার্কি হল উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের একটি সুপরিচিত পাখি। এই পাখিটি খুব সহজ পদ্ধতিতে পালন করা যায়। এই পাখিটি সাধারণত মাংস ও ডিমের জন্য পালন করা হয়। ভারতে এই পাখিটি পালন শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে এই পাখিটি খুব একটা পরিচিত না হলেও পরে এই পাখিটি অনেক পরিচিতি পেয়েছে। তাই মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে এই টার্কি পাখি নিয়ে আসা হল পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে।

স্বল্পচেনা উত্তরবঙ্গ ঃ ভ্রামরী দেবী মন্দিরের পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবেই

উত্তরবঙ্গের চিরাচরিত পর্যটন সার্কিটে নাম নেই জলপাইগুড়ি শহরের কাছেই অবস্থিত বোদাগঞ্জের। কিন্তু এই বোদাগঞ্জের জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে এক সতীপীঠ, যেখানে গেলে গা ছমছমে পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। জলপাইগুড়ি শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে বোদাগঞ্জের জঙ্গলে এই মন্দির অবস্থিত। এক কালে মন্দিরের ঠিক পাশ দিয়েই তিস্তা বয়ে যেত। মন্দিরটি তিস্তা নদীর তিন স্রোতের মাঝে অবস্থান করত বলে এই মন্দিরকে 'ত্রিস্রোতা' ভ্রামরী দেবী মন্দিরও বলা হয়। বোদাগঞ্জের জঙ্গলে রয়েছে সারিবদ্ধ শাল ও সেগুন গাছ। চারিদিকে একটা মায়াবী এবং অলৌকিক পরিবেশের মাঝখানে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্রামরীর মন্দির। পীঠনির্ণয়তন্ত্র মতে এখানে দেবীর বাঁ পা পড়েছিল। মন্দিরের সামনে রয়েছে পার্কিং স্পট। সেখান থেকেই শানবাঁধানো পথ চলে গিয়েছে মন্দিরের প্রবেশপথে। দরজার উপরে রয়েছে শিব-পার্বতীর বসে থাকার মূর্তি। মূল মন্দিরের প্রবেশ মুখের বাঁ দিকে রয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের আরাধনা করেই মন্দিরে প্রবেশ করেন অনেকে।

দেবীমূর্তি দেখে মন ছুঁয়ে যাবে। দেবী অষ্টভূজা, সালংকারা। দেবীর সামনে রাখা বড়ো বড়ো পাত্রে রাখা রয়েছে ভক্তদের নিবেদন। রক্তবর্ণ লাল। মহিলাদের নিবেদনের সিঁদুর ও ফুল দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই গর্ভগৃহ। এই পা দেখতে ও পায়ে ফুল দিতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন। মায়াবী এক টান কাজ করে মন্দিরে প্রবেশ করলেই।

মন্দির প্রাঙ্গণেই রয়েছে বিশাল এক দালান। সেখানকার দেওয়ালে দেওয়ালে রয়েছে দেবদেবীর চিত্র। মূল মন্দিরের দরজা দিয়ে এগোলেই দেবীর সামনে রয়েছে ছোটো একটি ব্যারিকেড। মহাদেবের মূর্তি রয়েছে দেবীর ডান পাশে, এবং তাঁর পাশে বসে রয়েছেন ষাঁড়রূপী নন্দী। কক্ষের বাঁ দিকে রয়েছে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি নিয়ে যাবে সোজা ভ্রামরীদেবী মন্দিরের গর্ভগৃহে। সেখানেই রাখা রয়েছে সিংহবাহিনী কৃষ্ণবর্ণা দেবীর মূর্তি। পাশে রয়েছে সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম সতীর বাম পা। সেই পা রীতিমতো

স্থানীয়দের মুখে শোনা যায়, অরুণাসুর নামে এক অসুরের অত্যাচারে বিব্রত হতেন স্বর্গের দেবতারা। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে দেবীর শরণাপন্ন হন অন্য দেবতারা। তাঁদের সবাইকে রক্ষা করার জন্য দেবী অসংখ্য ভ্রমরের রূপধারণ করে অবশেষে জিতে যান। এই থেকে নামকরণ ভ্রামরীদেবীর। পৌরাণিক কাহিনি যা-ই হোক না কেন, এই মন্দিরে এলে যে অন্য রকম একটা অনুভূতি হবে, তা বলাবাহুল্য।

জাতীয় মহাসড়ক-১২-এর মাইকেলনগর স্টেশনের তিনটি ডায়াফ্রাম ওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ

কলকাতা, ২৪ মে ঃ শহরের বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে ক্রমাগত বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাদের দ্রুত সমাপ্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পের সাইটগুলি পরিদর্শন করছেন। ২৩.০৫.২০২৩ তারিখে বিমানবন্দর মেট্রো করিডোর হয়ে নোয়াপাড়া - বারাসত-এ মাইকেলনগর মেট্রো স্টেশন নির্মাণে একটি বড় মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জিং কাজটি ১৯.০৫.২০২৩ তারিখে শুরু হয়েছিল এবং ২৪.৮ মেট্রিক টন ডায়াফ্রাম দেওয়ালের খাঁচা জাতীয় সড়ক-১২-এর ব্যস্ত বাঁকড়া মোড়ে নামানো হয়েছিল। নির্মাণের সময় যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ট্রাফিক পুলিশের নিবিড় সমন্বয়ে দৈর্ঘ্য- ২৬.১২৫ মিটার, প্রস্থ-৫.০০ মিটার বিশিষ্ট এই ডায়াফ্রাম প্রাচীরের খাঁচাগুলোর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মাইকেলনগর স্টেশনের অ্যাপ্রোচ টানেল অংশে এই তিনটি ডায়াফ্রাম প্রাচীর, WDW - ১৫, WDW -১৬ এবং WDW -১৭ নির্মাণটি জাতীয় সড়কের খুব ব্যস্ত সংযোগস্থলে খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে এটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রী কৌশিক মিত্র, সিপিআরও, মেট্রো রেলওয়ে এই স্বপ্নের মেট্রো প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন যা শহরের বিমানবন্দরকে স্পর্শ করবে।

কর্ণাটকে গুন্ডামি বরদাস্ত নয়, বার্তা ডি কে শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ২৪ মে ঃ আমরা কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে দেব না, স্পষ্টভাবে এমনটাই জানিয়েছেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিবকুমার বলেছেন, আমরা কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে দেব না... ৩-৪টি ক্ষেত্র ছিল, যেখানে পুলিশ অফিসাররা তাঁদের এজেন্ডা রেখেছিল। তাঁরা নিজেদের ইউনিফর্ম খুলে ফেলে এবং রাজনৈতিক পোশাকের পোশাক পরে ছবি তোলার জন্য পোজ দেয়। এটা অসাংবিধানিক...। উল্লেখ্য, ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের পুলিশকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বিধানসৌধের সভাগৃহে আয়োজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, রাজ্যে কোনও রকম গুন্ডামি বরদাস্ত করবে না তাঁর সরকার। মানুষ বদলের প্রত্যাশায় তাঁদের জিতিয়েছেন। মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে কংগ্রেস সরকার। এবার সেই বার্তা দিলেন শিবকুমার। কর্ণাটকের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে শিবকুমার বলেছেন, আমার মুখ্যমন্ত্রীই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করবেন। তাঁর কর্তৃত্ব আছে, কংগ্রেস তাঁকে কর্তৃত্ব দিয়েছে। তিনিই সঠিক মানুষ যিনি এই ব্যাপারে উত্তর দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেজরিওয়াল ও ভগবন্তের সঙ্গী সঞ্জয়, রাঘব ও অতিশী

মুম্বই, ২৪ মে ঃ মুম্বইয়ে গিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করলেন দিল্লি ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার মুম্বইয়ে গিয়ে উদ্ধব ঠাকরে ও সাংসদ সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে দেখা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা ও অতিশী। উদ্ধব ঠাকরে ও সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মান। আলোচনায় মূলতঃ উঠে এসেছে বিরোধী ঐক্য নিয়েই, এমনটাই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কেজরিওয়াল বলেছেন, উদ্ধব ঠাকরে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরা সংসদে আমাদের সমর্থন করবে এবং যদি এই বিল (অর্ডিন্যান্স) সংসদে পাস না হয়, তবে ২০২৪ সালে মোদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে না। উদ্ধব বলেছেন, দেশ ও গণতন্ত্র বাঁচাতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আমি মনে করি আমাদের 'বিরোধী দল' বলা উচিত নয়, আসলে তাঁদের 'বিরোধী দল' বলা উচিত। কারণ তারা গণতন্ত্র ও সংবিধানের বিরোধী। উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার কলকাতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেজরিওয়াল ও মান-সহ অন্যান্যরা।

ভিড় হ্রাস করতে আরও কয়েকটি ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ২৪ মে ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আরও কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি ২৫ ও ২৬ মে, ২০২৩ তারিখে একটি ট্রিপের জন্য চলবে। ০৫৬০৯ নং. (শিলচর-গোরখপুর) স্পেশাল ট্রেনটি ২৫ মে, ২০২৩ (বৃহস্পতিবার) তারিখের ১৮.৪৫ ঘণ্টায় শিলচর থেকে রওনা দিবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, বারাউনী জং., হাজিপুর জং., ছাপরা রেলওয়ে স্টেশন হয়ে ২৭ মে, ২০২৩ (শনিবার) তারিখের ০৫.৪৫ ঘণ্টায় গোরখপুর পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটিতে স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড সিটিং কোচ সহ মোট ১৮টি কামরা থাকবে। ০৫৬১০ নং. (আগরতলা-গয়া) স্পেশাল ট্রেনটি ২৫ মে, ২০২৩ (বৃহস্পতিবার) তারিখের ১০.০০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি নিউ করিমগঞ্জ, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশন হয়ে পরের দিন ২৩.৩০ ঘণ্টায় গয়া পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটিতে স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড সিটিং কোচ সহ মোট ২০টি কামরা থাকবে। ০৫৬৫০ নং. স্পেশাল ট্রেনটি ২৬ মে, ২০২৩ (শুক্রবার) তারিখের ২০.৪০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, বারাউনী জং., মির্জাপুর, ইতরসি, জলগাঁও জং., আহমেদনগর রেলওয়ে স্টেশন হয়ে ২৮ মে, ২০২৩ (রবিবার) তারিখের ১৮.২০ ঘণ্টায় পুনে পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড সিটিং কোচ সহ মোট ১৮ টি কামরা থাকবে। এই রুটে যাত্রা করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই স্পেশাল ট্রেনটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ভারতের ব্যাঙ্কিং সিস্টেম স্থিতিশীল

মুম্বই, ২৪ মে ঃ ভারতের ব্যাঙ্কিং সিস্টেম স্থিতিশীল, শক্তিশালী পুঁজি-সহ স্থিতিস্থাপক। বললেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তিনি বলেছেন, সুদের হার বৃদ্ধি স্থগিত করা আমার হাতে নেই, এটি নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। বুধবার সিআইআই বার্ষিক অধিবেশনে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, খুচরা মুদ্রাস্ফীতির পরবর্তী মুদ্রণ ৪.৭ শতাংশের কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় হয়েছে, কিন্তু আত্মতুষ্টির কোনও অবকাশ নেই। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, অর্থনৈতিক মন্দা অবশ্য উন্নত অর্থনীতিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যেখানে এশিয়া- প্যাসিফিক অঞ্চল ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির প্রায় ৭০ শতাংশ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পেঁয়াজের আকাশ ছোঁয়া দামে নাজেহাল বাংলাদেশবাসী

ঢাকা, ২৪ মে ঃ বাংলাদেশে মাস দেড়েকের মধ্যে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে দিগুণেরও বেশি ফলে পেঁয়াজের আকাশ ছোঁয়া দামে নাজেহাল অবস্থা ক্রেতাদের। পেঁয়াজের ঝাঁঝে দিশেহারা বাংলাদেশবাসী। সোমবার রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের পেঁয়াজ কিনতে আসেন বেসরকারি চাকরিজীবী ইমরান হোসেন। যে পেঁয়াজ মাস দেড়েক আগে ৩০ টাকা কেজি কিনেছেন, সেটি এখন ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে শুনে হতভম্ব হয়ে যান তিনি। পুরো মাসের জন্য ১০ কেজি পেঁয়াজ কেনার ইচ্ছা থাকলেও চড়া মূল্যের কারণে পাঁচ কেজি কিনেই বাসায় ফিরেন তিনি। ইমরান হোসেন বলেন, পেঁয়াজের এমন অস্বাভাবিক দাম মেনে নেওয়া যায় না । দেড় মাসের ব্যবধানে একটি পণ্যের দাম প্রায় দিগুণের বেশি হয়ে যায় কীভাবে? তার ধারণা সামনে কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজের বাজার অস্বাভাবিক করে তুলেছেন। যদিও ব্যবসায়ীরা বলছেন, এবার পেঁয়াজের আবাদ কম হয়েছে, নষ্টও হয়েছে অনেকে। তাই চাহিদার তুলনায় বাজারে সরবরাহ কম থাকায় পেঁয়াজের দাম বেশি। কারওয়ান বাজারে পাইকারি বাজারে মানভেদে প্রতি পাল্লা

(পাঁচ কেজি) দেশি পেঁয়াজ ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা যায়। এর মধ্যে পাবনার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৮০ থেকে ৪০০ টাকায়, কেজি হিসেবে ৭৬ থেকে ৮০ টাকা। রাজশাহীর পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৭০ টাকা পাল্লা, কেজি ৭৪ টাকা এবং ফরিদপুরের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা পাল্লা, কেজিতে ৭০ থেকে ৮০ টাকায়। অথচ গত দেড় মাস আগেও এই বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ মানভেদে বিক্রি হয়েছে ১৫০ থেকে ১৭৫ টাকায়। কেজির হিসেবে ৩০ থেকে ৩৫ টাকায়। পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ নিয়ে এক পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, গত দুই বছর পেঁয়াজ চাষ করে কৃষকরা লস করেছে। তাই এবার আবাদ কম। এজন্য বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কম। যেখানে ১০ ট্রাক পেঁয়াজ দরকার, সেখানে আসছে ৪-৫ ট্রাক। যার কারণে দাম বেশি। তিনি আরও বলেন, আমরা ব্যবসায়ীরা যেই দামে পেঁয়াজ কিনে আনি, সেই দামেই বিক্রি করি। দাম যদি বেশি হয়, তাহলে বেশি দামেই বিক্রি করতে হবে। কম হলে, কম দামে বিক্রি করবো। পেঁয়াজের দাম কমলে আমাদেরই সুবিধা। ক্রেতাদের সঙ্গে আর দাম নিয়ে ঝগড়া করতে হবে না। তবে ভারত ও মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আমদানি করলে দাম কমতে পারে বলে জানান এই ব্যবসায়ী। পেঁয়াজের দাম বাড়া নিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, দেশে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু বেশি মুনাফা লাভের আশায় অনেকে পেঁয়াজ মজুত রেখে সংকট তৈরি করে বাজারকে অস্থিতিশীল করছে। বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম বাড়ায় আমদানি করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, কৃষকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সরকার গত ১৫ মার্চ ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিপত্র বন্ধ রেখেছে। ফলে এখন চাহিদার পুরোটা মেটানো হচ্ছে দেশি পেঁয়াজে।

স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ঃ তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ মে ঃ বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়ক এবং গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ গণমাধ্যমের স্বাধীন বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এক অনন্য উদাহরণ। তিনি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ১৮তম এশিয়া মিডিয়া সামিট উদ্বোধনী দিনে 'অর্থনৈতিক পুণঃগঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। এশিয়া-প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট (এআইবিডি) আয়োজিত সম্মেলনের এ অধিবেশনে কম্বোডিয়ার তথ্যমন্ত্রী খিউ কানহারিত, মায়ানমারের তথ্যমন্ত্রী মং মং ওন , সামোয়ার যোগাযোগ তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী তোলুপ পৌমুলিনুকু ওনেসেমো এবং ফিজির সহকারী মন্ত্রী সাকিউসা তুবুনা বক্তব্য রাখেন। তিন দিনব্যাপী এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য 'অর্থনীতিকে আরও টেকসই করতে গণমামধ্যমের ভূমিকা'। হাছান মাহমুদ বলেন, করোনা মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী এবং দেশে দেশে অর্থনীতি পুণরুদ্ধারে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে প্রেক্ষিত তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের গণমাধ্যম এই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং নীতি দেশের নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন রেখেছে। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। একইসাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। গণমাধ্যম যেমন বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে এবং চিন্তা ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে তেমনি সরকারের দায়িত্বশীলতাও বৃদ্ধি করে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সে কারণে বাংলাদেশ সরকার প্রায় দেড় হাজার পত্রিকা এবং কয়েক ডজন টেলিভিশন ও রেডিওকে লাইসেন্স দিয়েছে যাতে এই গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে দেশের অর্থনীতি পুণর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দেশ এবং এশীয় তথা বিশ্বের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়তে সরকার এবং গণমাধ্যম হাতে হাত রেখে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন হাছান মাহমুদ।

হাইলাকান্দিতে রেশনের কেরোসিন বরাদ্দ

অসম, ২৪ মে ঃ হাইলাকান্দি জেলায় এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের রেশনের কেরোসিন (এস কে অয়েল) বরাদ্দ করা হয়েছে। সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত খাদ্য সুরক্ষার কার্ড প্রতি ৫০০ মিলিলিটার এবং হকার মারফত খাদ্য সুরক্ষার কার্ড প্রতি ১৭২ মিলিলিটার করে বন্টন করা হবে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে জেলার শহর এবং গ্রামাঞ্চলে বন্টনের এই হার সমান থাকবে।

ইরানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ ডঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া বুধবার জেনেভায় ইরানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী বাহরাম ইনোলাহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই উপলক্ষ্যে, তিনি টুইট করেছেন, জেনেভায় ৭৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ইরানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী বাহরাম ইনোলাহির সাথে তার একটি ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে স্বাস্থ্যসেবা, ফার্মা, ডিজিটাল স্বাস্থ্য এবং ঐতিহ্যবাহী ওষুধে সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত, গত ২১ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অনুষ্ঠিত ৭৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ডাঃ মান্ডাভিয়া সারা বিশ্বের দেশগুলির সাথে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতার সুযোগ উন্নীত করবেন।

মাদক ব্যবসায়ী আলি আসগর শিরাজী গ্রেফতার

মুম্বই, ২৪ মে ঃ মাদক পাচারকারী আলি আসগর শিরাজিকে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আলি আসগর শিরাজীকে মাদক মাফিয়া কৈলাশ রাজপুতের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। মুম্বই পুলিশ আলি আসগর শিরাজির বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশও জারি করেছিল। পুলিশ অনুসারে, মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ দল ১৫ মার্চ আন্ধেরি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি ৭৪০ গ্রাম কেটামাইন এবং ভায়াগ্রার ২৩ হাজারেরও বেশি প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করে। কেটামিনের দাম ছিল ৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, ভায়াগ্রার দাম ৫৮ লাখ টাকা। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই চক্রের প্রধান আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারী কৈলাশ রাজপুত পলাতক। মুম্বই পুলিশ কৈলাশ রাজপুত, আলি আসগর শিরাজি এবং অন্য একজনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে। মঙ্গলবার রাতে আলি আসগর শিরাজি মুম্বই বিমানবন্দর থেকে দুবাই যাওয়ার পথে পুলিশ তাকে আটক করে। মুম্বাই পুলিশ আলি আসগর শিরাজিকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আলি আসগর শিরাজিকে গ্রেফতারের আগে পুলিশের দল শ্রীনগর ও দিল্লিতেও গিয়েছিল কিন্তু আলিকে ধরা যায়নি।

Name Change

I, MOHAMMAD MOMINUR RAHAMAN (old name) S/o Late Abutalab Mondal @ Abutaleb Mondal Presently residing at Vill-Sabaipur, PO-Anishmali, PS-Gangnapur, Dist-Nadia, Pin-741253 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOMINUR RAHAMAN MONDAL (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. MOHAMMAD MOMINUR RAHAMAN and MOMINUR RAHAMAN MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, JHARNA DEVI (old name) W/o Sushil Barman resident of Vill & PO-Nadighat, PS- Ranaghat, Ranaghat-741255 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JHARANA BARMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. JHARNA DEVI and JHARANA BARMAN all are same and one identical person.

Name Change

I, PRODIP DAS (old name) S/o Karuna Das resident of Vill-Methopara, Joupul, PO-Joypul, PS-Duttapukur, Dist-North 24 Parganas, Pin-743234 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRADIP DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1 st Class at Barasat, N 24 Pgs on 17/05/2023. PRODIP DAS and PRADIP DAS all are same and one identical person.

Name Change

I, MOHD WALIUR RAHMAN alias MOHAMMAD IDRISH (old name) S/o MOTIUR RAHMAN resident of Hamid Nagar, Ward No-38, PO-Burnpur, PS-Hirapur, Paschim Bardhaman-713325 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD WALIUL RAHAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. MOHD WALIUR RAHMAN, MOHAMMAD IDRISH and MD WALIUL RAHAMAN all are same and one identical person.

Name Change

I, MD MUSTAQUE AHMED alias MUSHTAQ AHMED alias MOHAMMAD MUSTAQUE (old name) S/o MOHAMMAD SULEMAN resident of 24/6, KUSTIA MASJID BARI LANE, PO & PSTILJALA, Kolkata, 700039,WEST BENGAL India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD MUSTAQUE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/05/2023. MD MUSTAQUE AHMED, MUSHTAQ AHMED, MOHAMMAD MUSTAQUE and MOHAMMAD MUSTAQUE all are same and one identical person.

Name Change

I RAKESH MITTAL S/O KAPOOR CHAND MITTAL R/O FLAT NO 405 JAMUNA VATIKA , 1039 JESSORE ROAD, BANGUR AVENUE, N24 PGS-700055 SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS RAKESH KUMAR MITTAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2023.

Name Change

I, INTAJUL MONDAL (old name) S/o LATE ELAHIBAKSE MONDAL resident of BOALDAHA BONGAON PO BOALDAHA, PS BONGAON, NORTH 24 PGS -743235 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) INTAJUR MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. INTAJUL MONDAL and INTAJUR MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, TINA NATH (old name) D/o PRADIP CHANDRA CHANDRA resident of Sardar Para, Sonamukhi, Krishnanagar, Asuti, S 24 Pgs-700141 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TINA CHANDRA CHANDRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. TINA NATH and TINA CHANDRA CHANDRA all are same and one identical person.

Name Change

I, SAHABUDDIN SHAIKH (old name) S/o ABDUL RAJJAK SEKH resident of Vill-Jalilpur, PO-Dosatina, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S)-743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAHEBUDDIN SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. SAHABUDDIN SHAIKH and SAHEBUDDIN SEKH all are same and one identical person.

Name Change

I, SUSHIL KUMAR (old name) S/o Sushil Barman resident of Vill & PO-Nadighat, PS-Ranaghat, Ranaghat-741255 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUSHIL BARMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. SUSHIL KUMAR and SUSHIL BARMAN all are same and one identical person.

Name Change

I, AMIT KUMAR (old name) S/o Sushil Barman resident of Vill & PO-Nadighat, PS-Ranaghat, Ranaghat-741255 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AMIT BARMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2023. AMIT KUMAR and AMIT BARMAN all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Satyashib Banerjee, পিতা - Vivekananda Banerjee, নিবাস : ৪১, শিবাজী রোড, বাঘাযতীন, কলকাতা- ৭০০০৩২, গত ১৯/০৫/২০২৩ তারিখে আলিপুর কোর্টের এল ডি. ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং. ১৭৮৬৭/২৩) বলে Satyasiba Bandyopadhyay, পিতা- Bibekananda Bandyopadhyay থেকে Satyashib Banerjee, পিতা- Vivekananda Banerjee হইলাম। **Satyasiba Bandyopadhyay,** পিতা- Bibekananda Bandyopadhyay এবং **Satyashib Banerjee,** পিতা- Vivekananda Banerjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল।

এগরা বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত ভানুর স্ত্রীকে গ্রেফতার করল সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ মে ঃ এগরা বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত ভানুর স্ত্রী গীতারানিকে গ্রেফতার করল সিআইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পর পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে ভাইয়ের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন তিনি। বুধবার সকালেই তাঁকে সেখানে থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি। এর আগে গ্রেফতার হন ভানুর ছেলে পৃথ্বীজিৎ ও ভাইপো ইন্দ্রজিত বাগ। ভানুর আরও দুই ভাইপোর একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। প্রসঙ্গত, এগরা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় দীর্ঘপথ বাইকে গিয়ে কটকের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ভানু। তাঁর শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল বলেই জানা গিয়েছিল। এরপর খোঁজ পেয়ে পুলিশ কটকের নার্সিংহোমে পৌঁছালে ভানু আর তাঁর ছেলে ও ভাইপোকে গ্রেফতার করে। শারীরিক অসুস্থতা কারণে ভানুর ওই হাসপাতালেই চিকিৎসা চলে। কিন্তু অবশেষে মৃত্যু হয় বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ভানুর। কটকের হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জামাইষষ্ঠী, মালদার বিভিন্ন বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে বেতের তৈরি হাতপাখা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মে ঃ জামাইষষ্ঠীর প্রাক মুহূর্তে মালদার বিভিন্ন বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে বাঁশ বেতের তৈরি হাতপাখা। প্রচলিত আছে ষষ্ঠী পুজোর দিন এই হাতপাখা ঠাকুরের সামনে নিবেদন করা হয়ে থাকে।

পরবর্তীতে সেই হাতপাখা বাড়িতে নিয়ে এসে সকল সদস্যদের বাতাস করেই মঙ্গল কামনা করেন বাড়ির গৃহিণীরা। দীর্ঘদিন ধরে এই পরম্পরায় চলে আসছে ষষ্ঠী পুজোয়। যার ফলে এখন জামাইষষ্ঠীর প্রাক্কালে এই হাতপাখার ব্যাপক বিক্রি চলছে বিভিন্ন বাজারগুলিতে। কোথাও ২৫ টাকা, আবার কোথাও ৩০ টাকা দরে প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে বাঁশবেতের তৈরি হাত পাখাগুলি। গাজোল এলাকার এক বিক্রেতা মিঠুন দাস বলেন, জামাইষষ্ঠীর দিন এই হাত পাখা পুজো দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। ষষ্ঠী পুজোতে এই হাতপাখা সঙ্গে যাবতীয় পুজোর সামগ্রী একসঙ্গে দেবী মাতার থানে পুজো দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেই হাত পাখায় বাতাস করে বাড়ির সদস্যদের মঙ্গল কামনা করেন মহিলারা। যার ফলে জামাইষষ্ঠীর পাক মুহূর্তে এখন হাত পাখা ভালো বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা আসছেন হাতপাখা কিনতে। বাঁশ বেতের তৈরি এই হাতপাখা আগে থেকেই বিভিন্ন গ্রামের কারিগরদের আমরা বরাত দিয়ে থাকি। সময়ের মধ্যে সেই হাতপাখা বাজারে নিয়ে এনে এখন বিক্রি করা হচ্ছে। এবছর বাঁশবেতের তৈরি হাত পাখা বিক্রি করে ভালোই লাভ করার কথা জানিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার বিক্রেতারা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে, ২৮,৫৭,৬৭১.০০ টাকা অর্থানুকূল্যে ৪২ নং ওয়ার্ডের ডন বসকো মোড়ে এই পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়। এখানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা থাকবে। যেকোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এখানে প্রাথমিক

চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। এদিন এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

শহরের মধ্যে পুকুর ভরাটের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ মে ঃ শহরের মধ্যে পুকুর ভরাটের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটায়। সরকারি নিয়ম নীতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রীতিমতো গাড়ি করে পুরসভার বিভিন্ন

ওয়ার্ড থেকে নোংরা আবর্জনা ওই পুকুরে ফেলা হচ্ছে। দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিপূর্বে এই ওয়ার্ডে একাধিক জলাশয় ভরাট করা হয়েছে। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন,পুকুর ভরাট হচ্ছে এই বিষয়টি তার জানা নেই। কিন্তু এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে একের পর এক পুকুর ভরাট হচ্ছে। অথচ পুরসভা কিছুই জানে না এটা হতে পারে না। এভাবে পুকুর ভরাট হলে কোন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে দমকল কর্মীদের। তাদের বক্তব্য, এর আগেও এই এলাকায় বেশ কয়েকটি পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর প্রোমোটার এখানে বহুতল বাড়ি তৈরির জন্য নানা কৌশলে এই পুকুর ভরাট করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। যদিও পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে এতোদিনে ঘুম ভেঙ্গেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের। দপ্তরের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট পুকুরের মালিকের কাছে পুকুর ভরাট বন্ধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। দিন কয়েক আগে ওই একই এলাকায় একটি বিশাল পুকুর ভরাট করার চেষ্টা করা হয়। পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নোংরা আবর্জনা এনে পুকুরে ফেলা হতে থাকে। এলাকার বাসিন্দারা এর প্রতিবাদ করেন। পরে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফ থেকে পুকুর ভরাট বন্ধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সপ্তম সুব্বা বলেন, কোন ধরনের পুকুর বা জলাশয় ভরাট করার কোন নিয়ম নেই। দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে যিনি পুকুর ভরাট করার চেষ্টা করেছেন, ইতিমধ্যেই তাকে পুকুর ভরাট বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথাপি তিনি যদি নির্দেশ না মানেন তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী বলেন, পুকুর ভরাটের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। তবে কোনো অভিযোগ এলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাকারিয়া হোসেন বলেন, আমার ওয়ার্ডে পুকুর ভরাট হচ্ছে। এর পেছনে অনেক রহস্য রযেছে। অবিলম্বে পুকুর ভরাট বন্ধ না হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভারতমালা সড়ক নির্মাণে হিয়ারিং

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৪ মে ঃ ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটির উদ্যোগে ভারতমালা সড়ক নির্মাণের আগে জমি অধিগ্রহণ হবে। সেই কারণে পাবলিক হিয়ারিং শুরু হল বুধবার থেকে। জমি অধিগ্রহণ বিভাগের চার অফিসার ও বিডিও নলহাটি দুই ব্লকে হাজির ছিলেন। নলহাটি দুই ব্লকের বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী জানান, মো।গ্রাম থেকে ভায়া দুর্গাপুর হয়ে খড়গপুর পর্যন্ত ছয় লেনের জাতীয় স।ক নির্মাণ হবে। তার আগে হিয়ারিং শুরু হলো। মোড়গ্রাম নাকপুর চেকপোস্ট থেকে উজিরপুর, আটকুলা, টিঠিডাঙা হয়ে মুর্শিদাবাদ উঠবে এই রাস্তা। জানা গেছে, এই জাতীয় সড়কের সাথে এক্সপ্রেস ওয়ে এবং অন্যান্য রাস্তা সংযুক্ত করা হবে। এরফলে অন্যান্য রাস্তায় যানজট কমাবে।

জেলা থেকে, রাজ্য মেধা তালিকায় পঞ্চম ও জোড়া সপ্তম ঃ কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আবার কেউ ফরেন সার্ভিসে যোগ দিতে ইচ্ছুক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মে ঃ রাজ্য মেধা তালিকায় পঞ্চম ও জোড়া সপ্তম স্থান ছিনিয়ে নিয়েছে বীরভূম জেলা। কৃতীদের মধ্যে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আবার কেউ ফরেন সার্ভিসে যোগ দিতে ইচ্ছুক, এমনটাই জানা গেছে। ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সেই ছাত্রী ঋষিতা সিংহ মহাপাত্রের। কলা বিভাগের ছাত্রী পঞ্চম স্থান লাভ করায়, গর্বিত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পরিজন। অন্যদিকে, জেলা থেকে দুই ছাত্র ৪৯০ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। বুধবার উচ্চমাধ্যমিকে ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় যে বীরভূম জেলা থেকে ৩ জন মেধাতালিকায় দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। শান্তিনিকেতনের নবনালন্দা স্কুল থেকে ৪৯২ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে ঋষিতা সিংহ মহাপাত্র। ৪৯০ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে রামপুরহাটের জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের ছাত্র সুমিত মুখোপাধ্যায় ও সিউড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র অভিরূপ পাল। ঋষিতা জানায়, সে একটানা বেশিক্ষণ পড়তে পারত না। পড়াশোনা ছাড়াও গল্পের বই পড়া প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। ইতিহাস তাকে বেশি আকৃষ্ট করত। কলা বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় জায়গা করে নেওয়ায় খুশি স্কুলের শিক্ষকেরাও। তবে ঋষিতা যে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করবে তা নিয়ে আশাবাদী ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ঋতিষা বলেন, ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছে আছে। আগামীতে তারজন্য প্রস্তুতি নেব। আমার সাফল্যের পিছনে বাবা-মা ও শিক্ষকদের প্রচুর অবদান। প্রচণ্ড সহযোগিতা পেয়েছি সবার থেকে। মেধাতালিকায় সপ্তম স্থানাধিকারী রামপুরহাটের সুমিত মুখোপাধ্যায়ের ফলাফলেও খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিজনেরা। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে তার। তার বাবা সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট। আরেক সপ্তম স্থানাধিকারী সিউড়ির অভিরূপ পালের ইচ্ছে আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করা। বাবা সুভাষ পাল জেলা প্রশাসনের সাব অ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। মা ফাল্গুনী পাল একজন গৃহবধূ। ষষ্ঠ শেণি থেকে জেলা স্কুলে পড়তো অভিরূপ পাল। আইআইটিতে সফল হওয়া অভিরূপের জীবনের লক্ষ্য। আই আই টি মেন পরীক্ষায় কৃত কার্য হয়েছে সে। অভিরূপের ন্যাক কম্পিউটার সায়েন্স। খেলাধূলা ও বইপড়া অভিরূপের নেশা। অভিরূপের বিষয় ভিত্তিক নাম্বার হলো ইংরেজিতে ১০০, বাংলায় ৯৮, গণিতে ১০০, রসায়ন ৯৯, পদার্থবিদ্যায় ৯৩। ছয় জন গৃহ শিক্ষক ছিল। অভিরূপের প্রিয় বিষয় ইংরেজি। কোনো বাধা ধরা নিয়মে অভিরূপ পড়াশোনা করে নি। সাত থেকে আট ঘন্টা পড়াশোনা করতো সে। শতকরা আটানব্বই শতাংশ নাম্বার পেয়েছে সে। পদার্থ বিদ্যার প্রাপ্ত নাম্বারে সে অখুশি। বীরভূম জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিল অভিরূপ। বরাবর ফার্স্ট হতো। ওর রেজাল্টে খুশি।

জীবনকৃষ্ণের পার্টি অফিস বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল পুলিশ, নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৪ মে ঃ বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা আপাতত জেলে। বুধবার তাঁর এলাকাতেই তৃণমূলের পার্টি অফিস বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল পুলিশ। হাইকোর্টের নির্দেশ মতো এদিন পদক্ষেপ করে প্রশাসন । জেসিবি-র সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের সহ তৃণমূল কর্মীদের। কান্দি মহকুমা পুলিশ-প্রশাসনের অভিযানে ধুন্ধুমার কাণ্ড। ২০২১ সালে বড়ঞা ব্লকের আফ্রিকা মোড়ে এই ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। তারপর স্থানীয় বাসিন্দা শফিউর রহমান আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, সরকারি জায়গায় জবরদখল করে পার্টি অফিস তৈরি করেছে তৃণমূল। মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। তারপর আদালত কিছুদিন আগে ওই ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। এদিন বড়ঞা থানা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই এলাকাকে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। কান্দি মহকুমা শাসকের ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এদিন বেআইনি নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূলের লোকজন বলছেন, এটা কোনওদিন পার্টি অফিস ছিল না। তবে যাঁরা তৃণমূল করেন তাঁরা এখানে বসতেন, গল্প করতেন। জানা গেছে, বিধায়ক জীবনকৃষ্ণও এই ভবনে বসতেন। বাংলায় সরকারি

জায়গায় দলীয় দফতর তৈরি করা নতুন নয়। বুধবার বড়ঞায় ভাঙা হল জীবনকৃষ্ণর অফিস। তৃণমূলের প্রধান স্থানীয় কর্মীদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। উপপ্রধান বলতে থাকেন, জায়গা নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল। সেই কারণে মামলা করেছিল। কিন্তু এটি সরকারি জায়গা নয়। বড়ঞা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জ্যোৎস্না বিবি বলেন, আদালত ৪৫ দাগের অনুমতি দিয়েছে। আর ওরা ভেঙেছে ৪৩-৪৪। বিএলআরও অফিস ভুল মাপঝোপ করছে। এবার আমরা আইনের দ্বারস্থ হব। কোর্টে যাব।

দশ কিলো মাদকদ্রব্য চরস উদ্ধার, গাড়ির চালক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত বিধাননগর থানার পুলিশ মাদাতি টোল প্লাজা সংলগ্ন মাতাতি চা বাগানের সামনে একটি চারচাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি করার পর গাড়ির ভেতর থেকে দশ কিলো মাদকদ্রব্য চরস উদ্ধার করে চরস গুলির বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকা। গাড়ির চালককে গ্রেফতার করার পাশাপাশি, গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় শিলিগুড়ির জলপাই মোড় থেকে মাদকদ্রব্য গুলি ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিহারের আড়াড়িয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ব্যক্তির নাম নরেশ মন্ডল এদিন ধৃত কে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। তবে এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

নবদ্বীপের এক মন্দিরের আচার্য ও পরিচালকপর পদ বিভ্রাট পুলিশি হস্তক্ষেপে মন্দিরে প্রবেশ ভক্তদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ মে ঃ নদীয়ার তীর্থ নগরী নবদ্বীপ শহর, সম্প্রতি যার মুকুটে লেগেছে হেরিটেজ সিটির পালক, এবার সেই মন্দির নগরি শহরেই এক মন্দিরের আচার্য পদ নিয়ে তৈরী হলো বিভ্রাট, জল গড়াল থানা পুলিশ পর্যন্ত, মন্দিরের গেটে বসে বিক্ষোভও দেখাল একদল সাধু-সন্ত সহ মন্দিরের ভক্তরা। এমনি চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপের মনিপুর দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে। বুধবার সকালে দেখা যায় সেই মঠের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বাইরে থেকে আসা কয়েকজন সাধু সন্ত সহ মন্দিরের কিছু ভক্ত । তাদের বক্তব্য কয়েকদিন আগে ওই মঠে একটি অনুষ্ঠানে যে টাকা খরচ হয়েছিল সেই টাকার হিসাব চাওয়া হয় বর্তমান মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে কিন্তু সেই হিসাব না দিয়ে উল্টে ওই মঠে থাকা তাদের গুরুদেবকে বের করে দেওয়া হয় তারই প্রতিবাদে আজ এই বিক্ষোভ করে। তাদের আরও অভিযোগ যে বাইরে থেকে ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে তাদের প্রবেশ করতে দেননি মন্দিরের বর্তমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ । পাশাপাশি তাদের আরও দাবী বর্তমান মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের গুরুদেব কে বীনা কারনে আচার্য পদ থেকে বহিস্কৃত করেছে, তাকে পুনরায় আচার্য পদে বহাল করতে হবে। পাশাপাশি ওই মন্দিরের আর্তমান পরিচালন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জানান বহিস্কৃত আচার্যের বিরুদ্ধে মন্দিরের বিধিভঙ্গের একাধিক অভিযোগ সহ বিভিন্ন আরও অন্যান্য অভিযোগ ওঠে, তারপর তৎকালীন পরিচালন কমিটির মিটিং- এ তাকে প্রথমে দু মাসের জন্য সুযোগ দেওয়া হয় ও তাকে আচার্যের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে জানানো হয় ও তিনি তাতে সম্মতি দেয়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সেই নিয়মও না মেনে ভক্তদের দীক্ষা দান করতে থাকেন যা মন্দিরের পরিচান কমিটির নিয়ম বহিভুর্ত, পাশাপাশি তাকে বারংবার চিঠি দিলেও সে তার উত্তর দেয়নি, ফলে পরবর্তী সময়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও পরিচালন কমিটির আলোচনায় নতুন আচার্য নিয়োগ হয়। এমতাবস্থায় তিনি তার শিষ্যদের নিয়ে সম্প্রতি মন্দিরে চড়াও হয়, ও এই নিয়ে নবদ্বীপ থানায় জানানো হয় ও প্রশাসনের মধ্যস্ততায় সমস্যা মিটেছে। বিক্ষোভরত ভক্তদের তোলা অভিযোগ সম্পর্কে যুগ্ম সম্পাদককে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ওনারা সাধারণ ভক্ত মন্দিরের আয়ব্যায় হিসাব পরিচালন কমিটি ও মন্দির কতৃপক্ষের অভ্যন্তরীন বিষয়, সেটি সেখানে পেশ করা হয়, সাধারণ ভক্তদের এক্তিয়ারের মধ্যে নেই হিসাব চাওয়া। এদিনের এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার আই সি জলেশ্বর তিওয়ারি, তার মধ্যস্থতায় ওই ভক্তদের প্রবেশাধিকার দেন মন্দির কর্তৃপক্ষ ।

শান্তিপুর পৌরসভা ও তাঁত ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ মে ঃ শান্তিপুর পৌরসভা ও শান্তিপুর তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে ও কলকাতা নারায়ণা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল এর ব্যবস্থাপনায় বুধবার শান্তিপুর পৌর অতিথিনিবাসে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে এক মেগা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির । এদিনের এই কর্মসূচীতে ,উপস্থিত ছিলেন , শান্তিপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান সুব্রত ঘোষ, শান্তিপুর হসপিটালের সুপার

তারকবর্মন, নদীয়া দক্ষিণ জেলা INTTUC সভাপতি সনৎ চক্রবর্তী , CIC মেম্বার শুভজিদে, শান্তিপুর তাঁতবস্ত্র ব্যাবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বিভাস ঘোষ, তারকদাস কাউন্সিলরদীপঙ্কর সাহা, সাজাহান শেখ সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। জানা যায় এদিন প্রায় ১০০ জন, সাধারণ মানুষ ও তাঁত শ্রমিক মেডিকেল চেকআপ করেন। আয়োজন সুত্রে জানা যায় এদিন মূলতঃ হৃদরোগ বিষয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয় পাশাপাশি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে একটি বিশেষ সচেতনতা শিবিরও করা হয়। আয়োজকেরা আরও বলেন এলাকায় সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনেক সময় করা হলেও হৃদ রোগ ও ক্যান্সার বিষয়ে সচেতনতা মূলক শিবির খুব কম হয়, পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষ তথা তাঁত শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখেই এদিনের এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

দুবরাজপুরে বোমা বিস্ফোরণের গ্রেফতার আরও এক, উদ্ধার বোমা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মে ঃ দুবরাজপুরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নতুন করে আরও এক জন কে গ্রেফতার করল পুলিশ । এই নিয়ে মোট ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তবে এখনও পলাতক মূল অভিযুক্ত শেখ সফিক। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত অপর জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেন বিচারক। এদিকে দুবরাজপুরের বিস্ফোরণের রেশ কাটার আগেই কাঁকড়তলা গ্রামে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার হল। জানা গিয়েছে, ২২ মে দুপুরে পদুমা পঞ্চায়েতের ঘোড়াপাড়া গ্রামের শেখ সফিকের বাড়িতে বিস্ফোরণের ফলে সিঁ।ঘিরের একাংশ উড়ে যায়। এই তীব্র বিস্ফোরণের ফলে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভেঙে পড়েছে কংক্রিটের দেওয়াল। বিকট শব্দে প্রতিবেশী এক শিশুও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। রীতিমতো আতঙ্কিত গ্রামবাসী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুবরাজপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও বা পুলিশ আসার আগেই সেখ সফিক এলাকা থেকে চম্পট দেন। ঘটনার তদন্তে নেমে দুবরাজপুর থানার পুলিশ শেখ সফিকের ভাই শেখ মরিলাল। এবং সফিকের ছেলে শেখ শাহরুখ আলমকে আগেই গ্রেফতার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন নতুন করে গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মরিলাল ছেলে সেখ ইমামউদ্দিন নামে এক যুবককে। এদিকে দুবরাজপুরের পর এবার কাঁকড়তলা থানার সাহাপুর গ্রামের কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে প্রায় ১০-১২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার ভোররাতে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত কোয়ার্টার থেকে একটি থলি ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল চারিদিক ঘিরে রেখেছে কাঁকরতলা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে সিআইডির বোম ডিসপোজাল টিম। কী কারণে বোমা মজুত করা হয়েছিল, এই বোমা মজুতের সাথে কারা যুক্ত রয়েছে ইতিমধ্যেই তা তদন্ত শুরু করেছে কাঁকরতলা থানার পুলিশ।

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ মে ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও তৃণমূল নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল এজেন্সির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার বিকেলে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলটি তৃণমূল দলীয় কার্যালয় থেকে বের করা হয়।

ভিনাইল র‍্যাপিঙের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লে হেতু ভিনাইল র‍্যাপিঙের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. আরএনওয়াই-ভিনাইল-০১

ক্রম সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-ইএফএফ-১৩০৫১২-২২-২ (এডর্ভাটাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (ফুল ফেজ)	০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রেল নং. ০৫৮৯৪/১৫৮৯৫/১৫৮৯৬/০৫৮৯৩ এর বহির্ভাগের উপরিভাগে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লের হেতু ভিনাইল র‍্যাপিঙের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
এএ/২	এডিভিটি-ইএফএফ-৮৯৫৪০-২২-২ (এডর্ভাটাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (ফুল ফেজ)	০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রেল ০৫৮০১/০৫৮০২ এর বহির্ভাগে উপরিভাগের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লের হেতু ভিনাইল র‍্যাপিঙের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
এএ/৩	এডিভিটি-ইএফএফ-১২২৪৯২-২২-১ (এডর্ভাটাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (ফুল ফেজ)	০৩ তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে প্যাসেঞ্জার রেল নং. ০৫৮১৯ /০৫৮২০ /০৫৮২১ /০৫৮২২ এর উপরিভাগের বহির্ভাগে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু ভিনাইল র‍্যাপিঙের ঠিকা প্রদান
এএ/৪	এডিভিটি-ইএফএফ-১৩৫৯৮১-২২-১ (এডর্ভাটাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (ফুল ফেজ)	০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রেল নং. ০৫৮২৩/০৫৮২৪/০৫৮৬১/০৫৮৬২ /১৫৮১৩/ ১৫৮১৪/ ১৫৮১৫/ ১৫৮১৬ ৰ বহির্ভাগের উপরিভাগে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লের হেতু ভিনাইল র‍্যাপিঙের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৬-২০২৩ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩-০৬-২০২৩ তারিখে **১২.০০** ঘন্টায়। **টোকাঃ** প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিপুল পরিমান বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান

রঙ্গিয়া ডিভিশনে ০৩ বছরের জন্য স্টেশন চত্বরে এবং বাইরে (যেমন এফওবি, প্ল্যাটফর্ম শেড, পিলার, প্রবেশ-প্রস্থান, পরিবহন এলাকায়) বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিপুল পরিমান বাইজ্যিক প্রচার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ আরএনওয়াই-এডিভিটি-এনওএন-ডিআই; নিলাম শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ০৬-০৬-২০২৩ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায়; **একক দরঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **যাত্রা/দিনঃ** ১০৯৬;

ক্রম নং.	লট নং./ শ্রেণী	স্টেশন
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-ওএসএন-১৭৩-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	রাঙ্গাপাড়া নর্থ
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এমজেডএস-ওএসএন-১৬৩-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	মুরকংসেলেক
এএ/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিপিজেড-ওএসএন-১৬৯-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	গোহপুর
এএ/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-ভিএনই-ওএসএন-১৭০-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	বিশ্বনাথ চারিআলি
এএ/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এসপিটিআর-ওএসএন-১৬৪-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	চিলাপথার
এএ/৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিজিএস-ওএসএন-১৫১-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	চাংসারি
এএ/৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিজেএফ-ওএসএন-১৫৮-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	বিজনি
এএ/৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এওয়াইইউ-ওএসএন-১৬১-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	অভয়াপুর
এএ/৯	এডিভিটি-আরএনওয়াই-ডিকেজেআর-ওএসএন-১৭৪-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	ঢেকিয়াজুলি রোড
এএ/১০	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এমজেবিটি-ওএসএন-১৭৫-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	মাজবাট
এএ/১১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-পিবিএল-ওএসএন-১৫৫-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	পাথশালা
এএ/১২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমওয়াই-ওএসএন-১৬৮-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	হারমুটি
এএ/১৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিভিইউ-ওএসএন-১৭১-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	বালিপাড়া
এএ/১৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এসবিই-ওএসএন-১৫৭-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	সরভোগ
এএ/১৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরডব্লুটিবি-ওএসএন-১৭৬-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	রৌতা বাগান
এএ/১৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-ওএসএন-১৬২-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	গোয়ালপাড়া টাউন
এএ/১৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-ওএসএন-১৫৪-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	তিহু
এএ/১৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-ওএসএন-১৭৭-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	উদলগুড়ি
এএ/১৯	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিওএম-ওএসএন-১৬৬-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	গোগামুখ
এএ/২০	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিএনএল-ওএসএন-১৮০-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল))	ট্যাংলা

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৬-০৬-২০২৩ তারিখে **১৪.৪০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ১০ বার। ক্রমাগত লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **টিকাঃ** সম্ভাব্য দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 30.06.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.09.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.03.2023 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 02.06.2023 & 03.06.2023 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

Auction Date: 02.06.2023 - NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - BARASAT-DAKBANGLO MORE: F18515, F18730, F18773, F18833, F18885, F18940, F19017, F19130. **KHARDHA:** F19109, F19268, F19284, F19347, F19361, F19553, F19554, F19659. **KOLKATA-GORA BAZAR:** F21832, F22248, F22300, F22450, F22597. **LAKE TOWN-KOLKATA:** F10002, F10006, F10199, F10348, F12305, F13973, F13991, F14577, F18817, F19446, F19459, F19473, F19512, F19517, F19553, F19601, F19810, F19833, F19862, F19971, F19974, F20043, F20050, F20138, F7302, F8323, F8382. **NADIA DISTRICT - KALYANI-WEST BENGAL:** F24609, F24615, F24949, F25025, F25126, F25185, F25187, F25271, F25362, F25401, F25472, F25536, F25540, F25578, F25580, F25584, F25667, F25716, F25726, F25860, F26171. **KOLKATA-CHAKDAH:** F38561, F38593, F39019, F39105, F39110, F39137, F39169, F39191, F39277, F39281, F39311, F39445, F39551, F39638, F39899, F39917, F39978, F40005, F40029. **KRISHNA NAGAR-NADIA:** F4433, F4436, F4469, F4538, F4614. **NABADWIP:** F2724, F2725, F2841. **RANAGHAT:** F15503, F25697, F28920, F29157, F29158, F29243, F29365, F29443, F29453, F29546, F29558, F29566, F29594, F29629, F29630, F29687, F29713, F29715, F29779, F29781, F29847, F29849. **SANTIPUR-WEST BENGAL:** F1887, F5142, F7657, F7821, F7855, F796, F7997, F8013, F8073, F8142, F8152, F8167, F82, F8210.

Auction Date: 03.06.2023 - NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - BAGUIHATI: F4269, F5447, F5579, F5879, F5924, F6179, F6281, F6667. **BASIRHAT:** F28306, F30602, F30617, F30711, F30720, F30784, F30794, F30971, F31057, F31076, F31121, F31132. **BONGAUN-WEST BENGAL:** F11525, F16395, F16418, F16425, F16437, F16542, F16884, F9293. **DUNLOP-B T ROAD:** F1028, F1246, F1255, F1803, F1886, F284, F449, F478, F4988, F5015, F5076, F510, F5127, F5129, F5164, F520. **HABRA:** F2981, F4529. **KANCHARAPARA-WEST BENGAL:** F15957, F16066, F20712, F22242, F22389, F23921, F23942, F24140, F24168, F24343, F24493, F24519, F24639, F24650, F24661, F24728, F24744, F24745, F24801, F24840, F24867. **KANKINARA BAZAR:** F17133, F19510, F23559, F23598, F23671, F23856, F23883, F23932, F23966, F24068, F24094, F24101, F24187, F24201, F24211, F24249, F24251, F24270. **MADHYAMGRAM:** F4240, F4241, F4242, F6666, F7822, F8072, F8117, F8251, F8252. **MASLANDAPUR:** F3260, F4258, F4347, F4446, F4490. **NAGER BAZAR:** F1761, F1766, F1768, F3674, F4026, F4253, F6671, F6728, F6816, F6939, F6950, F7189. **NAIHATI-WEST BENGAL:** F1824, F1878, F3931, F3949, F4166. **RAJARHAT:** F4347, F4466. **WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:** F23396, F33731, F33906, F34120, F34122, F34145, F34226, F34351, F34422, F34518, F34587, F34622, F34651, F34671, F34722, F34734, F34772, F34802, F34863, F35032, F35041, F35075, F35122, F35149, F35192, F35233, F35316.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 13.06.2023 & 14.06.2023 at 10.00 am at **NORTH 24 PARGANAS DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 164 BT Road, Holding No.705, Kolkata, West Bengal - 700108. **NADIA DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor 13 No, M M Ghosh Street, Nadia, West Bengal - 741101. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে লন্ডন রওনা কোহলির, সঙ্গী স্ত্রী অনুষ্কা

মুম্বই, ২৪ মেঃ আইপিএল অতীত। এ বার টি-২০ ছেড়ে পুরোপুরি টেস্ট ক্রিকেটের মোড়ে ঢুকে যাওয়ার পালা। তাই আগেভাগেই দেশ ছাড়লেন বিরাট কোহলি। ক্রিকেটপ্রেমীরা যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ১৬তম আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য, তখন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার হাত ধরে লন্ডন রওনা না থাকা দলগুলির ক্রিকেটাররা রওনা দিয়েছেন। যেমন অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর। গিয়েছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও। একইসঙ্গে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজ, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। কিন্তু সিনিয়র ক্রিকেটাররা একটা দিন বিশ্রামের জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। একটা দিন পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে

দিলেন কোহলি। লক্ষ্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। আগামী ৭ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ক্যাপ্টেন হিসেবে টেস্ট বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে তুলে নিতে পারেননি। এ বারের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বিরাট শুধুই ভারতীয় দলের একজন তারকা ব্যাটার। ক্যাপ্টেন হিসেবে পারেননি, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দলের সদস্য হতে চান বিরাট। ফাইনালে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। আইসিসি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী টেস্ট ফরম্যাটে এখন প্রথম স্থানে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে থাকা বিরাট কোহলি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও তাঁর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন বলেই আশা সমর্থকদের। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ভাগে ভাগে লন্ডন যাওয়ার কথা রয়েছে ভারতীয় দলের। মঙ্গলবার চলে গিয়েছে প্রথম ব্যাচ। প্লে অফে বুধবার সকাল সকাল লন্ডনের বিমান ধরলেন সস্ত্রীক বিরাট কোহলি। প্রবল চেষ্টা করেও আরসিবিকে প্লে অফে নিয়ে যেতে পারেননি। আরও একবার আইপিএল থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বিরাটকে। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই লন্ডনে গেলেন। জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিশন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রস্তুতিতে নেমে পড়বেন বিরাট কোহলি। ২০১৩ সালের পর ভারতীয় দল কোনও আইসিসি ট্রফি জেতেনি। ক্যাপ্টেন হিসেবে পারেননি, এ বার ব্যাটার বিরাট কোহলির নজরে আইসিসি ট্রফি। বিসিসিআই চাইছে তড়িঘড়ি ইংল্যান্ডে গিয়ে লাল বলে প্রস্তুতি সেরে ফেলুক বিরাটরা। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনাও চলেছে। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলানোর কথা চলছে। ২৮ মে আইপিএল ফাইনালের পর বাকি সদস্যরাও লন্ডনে রওনা দেবেন।

ইস্টবেঙ্গলের ক্রাউড ফান্ডিংকে সঠিক রাস্তা বলছে মোহনবাগান!

কলকাতা লিগ খেলবে সবুজ মেরুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ সম্প্রতি কলকাতা ময়দানে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ক্লাবের ফান্ডিং বাড়াতে এবং পরিকাঠামো আরো ভালো করতে সমর্থকদের বেশি করে যুক্ত করতে চাইছে লাল হলুদ। সেটা মাথায় রেখেই ক্রাউড ফান্ডিং করবে ইস্টবেঙ্গল এমন ঘোষণা করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। ইতিমধ্যে বেশ ভাল রেস্পন্স মিলেছে। সমর্থকরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য করছেন। ক্লাব জানিয়েছে সমর্থকদের ক্লাবের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটা টাকার হিসেব অডিট করা হবে। মোহনবাগান ক্লাবের সচিব দেবাশীষ দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের ক্রাউড ফান্ডিং নিয়ে। দেবাশীষ জানান ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন এটা সঠিক রাস্তা। ক্লাব বিপদে আছে। এই অবস্থায় তারা সমর্থকদের কাছে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? অতীতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন অঞ্জন মিত্র বেঁচে থাকার সময় একবার মোহনবাগান এই পথে যাওযার কথা ভেবেছিল। তৎকালীন কমিটিতে এই প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর যেকোনো কারণেই হোক সেই পথে হাটেনি মোহনবাগান। কিন্তু রাস্তাটা ভুল এমন নয়। হয়তো ভবিষ্যতে ইস্টবেঙ্গলের এই পথ অন্য ক্লাবকেও নিতে হতে পারে মনে করেন মোহনবাগান সচিব। পাশাপাশি পরের বছর থেকে মেয়েদের ফুটবল নিয়ে কাজ করবে মোহনবাগান। কলকাতা লিগে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের যে দলটা খেলছে বেশিরভাগ তাই খেলবে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সিনিয়র টিমের ৩-৪ জন খেলতে পারেন। তবে কলকাতা লিগে বিদেশি না খেলানোর সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করে মোহনবাগান। এর ফলে কিছুটা হলেও ভারতীয় ফুটবলাররা উঠে আসতে পারবেন। যেভাবে একটা সময় প্রচুর বাঙালি ফুটবলার উঠে এসেছিল সেটাই হতে পারে আগামী কয়েক বছরে।

বিলেতে বিপ্লবের স্বপ্ন

আক্ষেপ ভুলতে বিশ্ব টেস্টে ফোকাস বিরাট-সিরাজদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ আইপিএল এখন অতীত। ফোকাসে এ বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। আইপিএল থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস, কলকাতা নাইট রাইডার্সরা। ফলে সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির ভারতীয় ক্রিকেটাররা আগেভাগেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতিতে ওভাল রওনা দিল। আরসিবি ছিটকে যাওয়ায় কোনও কোনও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী মনে করেন, এতে শাপে বরই হয়েছে। ৭ জুন ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। আগেভাগেই বিলেতে উড়ে গেলেন বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজরা। বুধবারই লন্ডন রওনা দেন কোহলি। প্রথম দফায় ১০ জন ক্রিকেটার লন্ডন উড়ে গেলেন। কোচ রাহুল দ্রাবিড় আর সাপোর্ট স্টাফ আগেই ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছেন। ইংল্যান্ডে কয়েকটা প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবেন কোহলি, সিরাজরা। আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুররা। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এদিন ইংল্যান্ড রওনা দেন কোহলি, সিরাজদের সঙ্গে। দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলেন অক্ষর। অশ্বিন খেলেন রাজস্থানে। শার্দূল ঠাকুর কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে খেলেন। আইপিএল থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে তারা। তাই আগেভাগে ইংল্যান্ড রওনা দিলেন অশ্বিনরা। এই সপ্তাহের শেষেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন চেতেশ্বর পূজারা। সাসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলছেন তিনি। পরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন রোহিত শর্মা, মহম্মদ সামি, ঈশান কিশান, শুভমন গিল, কেএস ভরত, অজিঙ্ক রাহানেরা। আইপিএলের প্লে অফ এখনও শেষ হয়নি। রয়েছে ফাইনালও। দ্বিতীয় দফাতেও কয়েকজন ক্রিকেটার ইংল্যান্ড উড়ে যাবেন। আজ এলিমিনেটর রাউন্ড। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। তারপরই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১৩ সালে শেষ বার আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। এরপর আইসিসির আসরে খেতাব জয় থেকে দূরেই থেকেছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণেও ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারেন বিরাটরা। এ বার কাপ আর ঠোঁটের ফারাক ঘোচাতে চান রোহিতরা। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে তৈরি টিম ইন্ডিয়া। কয়েক মাস আগেই দেশের মাটিতে ক্যাঙ্গারুদের পর্যুদস্ত করেছিলেন রোহিতরা। এ বার মেগা ফাইনালেও অজিদের হারাতে তৈরি ভারতীয় দল।

'কেকেআর সম্মান দিতে জানে না', ছ'বছর কলকাতায় খেলেও ধোনিদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন উথাপ্পা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেলের সঙ্গে একটি ছবি টুইট করেছিলেন রবিন উথাপ্পা। গায়ে হলুদ জার্সি ও ভিক্ট্রি সাইন। প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে সিএসকের হয়ে গলা ফাটাতে চিপকে পৌঁছে গিয়েছিলেন রবিন উথাপ্পা। ছবি টুইট করতেই কেকেআর সমর্থকদের কটাক্ষের শিকার হন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে ছয় বছর খেলার পরও কেন চেন্নাইকে সমর্থন করছেন? এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে ব্যপক ট্রোল করেন কেকেআর সমর্থকরা। সিএসকে প্রথম কোয়ালিফায়ার জিতে ফাইনালে প্রবেশ করার পর ট্রোলের জবাব দিয়েছেন উথাপ্পা। আর জবাব দিতে গিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষের 'দুর্ব্যবহার'-এর অভিযোগ এনেছেন। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ডান হাতি উইকেটকিপার ব্যাটার কেকেআরের জার্সিতে খেলেছেন। এরপর রাজস্থান রয়্যালস হয়ে চেন্নাই সুপার কিংসে কাটান বছর দুয়েক। উথাপ্পার দাবি, কেকেআর প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সম্মান দিতে জানে না। তাই তারা সমর্থনও পায় না। উথাপ্পার আইপিএল কেরিয়ারের অধিকাংশ সময়টা কেটেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে। ২০১৪ সালে কেকেআরের আইপিএল জয়ের পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল তাঁর। সেই মরসুমে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটার ছিলেন উথাপ্পা। অরেঞ্জ ক্যাপ উঠেছিল তাঁর মাথায়। সেইসময় ক্যাপ্টেন ছিলেন গৌতম গম্ভীর। ২০১৮ সালে গম্ভীর ও কেকেআরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর উথাপ্পার হাতে নাইটদের ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কেকেআর ম্যানেজমেন্ট তাঁকে এড়িয়ে দীনেশ কার্তিককে ক্যাপ্টেন বেছে নেয়। উথাপ্পা ছিলেন সহ-অধিনায়ক। ২০১৯ সাল পর্যন্ত উথাপ্পা-কেকেআরের পথচলা। এরপর ২০২০ সালে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেন। আইপিএল কেরিয়ারের শেষ দুটি বছর খেলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে। কেকেআরের জার্সিতে ছয়বছরের জার্নির চেয়েও সিএসকের হয়ে খেলা বেশি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে উথাপ্পার কাছে। সিএসকের হয়ে খেলতে গিয়ে যে সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছেন, বারবার তার উল্লেখ করেন। সুযোগ পেলেই ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। মঙ্গলবার গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই প্রাক্তন দলকে সমর্থন করতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল পুত্র। ছেলের সঙ্গে ছবি দিয়ে অল দ্য বেস্ট লিখে টুইট করেন। তাতেই রেগে কাঁই কেকেআর সমর্থকরা। একজন জিজ্ঞেস করেন, 'কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এত প্রেম নেই কেন?' অন্য একজন লেখেন, 'আপনি মোটে দুটো সিজন চেন্নাই সুপার কিংসে খেলেছেন। তাতেই ওই দলকে হৃদয় দিয়ে বসলেন! এভাবে কেকেআরকে কোনওদিন সাপোর্ট করতে দেখিনি।' যার জবাবে প্রাক্তন ক্রিকেটার লেখেন, 'যেমন অন্যের জন্য আনুগত্য এবং সম্মান আপনি রাখবেন, সেটাই ফেরত পাবেন।' আরও একটি টুইটে লেখেন, 'এত ঘৃণা দেখে আমি অবাক নই। আমার অভিজ্ঞতা আছে। শান্তি ও ভালোবাসা তোমাদের জন্য।'

জার্সি জালিয়াতির দায়ে দাদা, জড়িয়ে গেল রোনাল্ডোরও নাম!

লিসবন, ২৪ মেঃ বিনা অনুমতিতেই চলছিল অনলাইন ব্যবসা। মহাতারকার ছবি ও সই ব্যবহার করার জন্য হুড়মুড়িয়ে কিনছিলেন ভক্তরা। কিন্তু কে জানত, ঠিক নজরে পড়ে যাবেন। হয়েওছে তাই। তারই জেরে রীতিমতো বিপাকে পেগাসো নামের এক সংস্থা। বিশ্ব জুড়ে এমন কাণ্ড হয়তো অনেকেই করছেন। আইনি জটিলতাতে পড়লেও সেই সব সংস্থা খবরে আসে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম। আরও ভালো করে বললে, ওই সুপারস্টারের নাম জড়ানোতেই আরও চাপে পড়ে গিয়েছে পেগাসো নামের কোম্পানি। জানেন এই কোম্পানি কার? হুগো ডস স্যান্টোস আভেইরো। নাম বললে চিনতে পারবেন না অনেকেই। কিন্তু যদি বলা হয়, ইনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দাদা, তা হলে হয়তো অবাক হবেন সকলে। জার্সি জালিয়াতি কাণ্ডে শুধু যে হুগোর নাম জড়িয়েছে তাই নয়, জড়িয়ে গিয়েছে সিআর সেভেনের নামও। ঘটনা প্রথম নজরে পড়ে ২০১৯ সালে। তখন রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ইতালির ক্লাব জুভেন্তাসে যোগ দিয়েছেন রোনাল্ডো। সেই সময়ই দেখা যায়, তুরিনের ক্লাবের জার্সি হুগোর সংস্থা পেগাসো অনলাইনে বিক্রি করছে। বিশ্বের যে কোনও বড় ক্লাব তাদের জার্সির পেটেন্ট নিয়ে রাখে। জার্সি বিক্রি করতে গেলে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু জুভেন্তাসের কাছ থেকে কোনও অনুমতিই নেননি রোনাল্ডোর দাদা। তার উপর তিনি ব্যবহার করছিলেন রোনাল্ডোর ছবি ও সই। সিআর সেভেন সেই সময় ইতালির ওই ক্লাবে খেলতেন বলেই কি এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন হুগো? তার উত্তর নেই। ২০১৯ সালেই হুগোর সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। কোরিরে ডেলো স্পোর্টস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জার্সি জালিয়াতি যে হয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা, তা অবশ্য এখনও জানা হয়নি। কিন্তু দাদার এমন কাণ্ডে রোনাল্ডোও কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন। ২০১৯ সালের পর রোনাল্ডোর জীবনে অনেক বদল এসেছে। জুভেন্তাস তাঁকে আর রাখতে চায়নি। ইতালির ক্লাব থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেবেলার ক্লাবে ফেরা খুব একটা সুখকর হয়নি। কোচ এরিক টেন হ্যাগের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে ক্লাব। কাতার বিশ্বকাপের পর সৌদির ক্লাব আল নাসিরিতে যোগ দিয়েছেন রোনাল্ডো। সৌদি আরবের ফুটবলে লিগে জোয়ার এসেছে রোনাল্ডোর জন্য। কিন্তু মাঠ ও মাঠের বাইরের বিতর্ক যে পিছু ছাড়ছে না তাঁর।

সৌদি লিগকে ভবিষ্যতে শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে দেখেন রোনাল্ডো

শীর্ষ দশ-পনেরোয় থাকা তো বহুদূর, সৌদি প্রো লিগ হয়তো এখন ফুটবল বিশ্বের শীর্ষ বিশ লিগের মধ্যেও নেই। তবে এই লিগ দ্রুতই উন্নতি করছে বলে মনে করেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। ফুটবলের মানে উন্নতির পাশাপাশি আরও তারকা ফুটবলার এলে এবং অবকাঠামোর উন্নতি চলতে থাকলে আস্তে আস্তে এই লিগ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেবে বলে বিশ্বাস পর্তুগিজ কিংবদন্তির।

রিয়াধ, ২৪ মেঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে অনেক কথাই উঠছে। এমনকি তিনি সৌদি আরবে আর থাকতে চান না, এমন গুঞ্জনও উঠেছে। স্প্যানিশ পত্রিকা 'মুন্দো দেপোর্তিভো' তাঁর কোনো উদ্ধৃতি না দিয়েই একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল, পর্তুগিজ তারকা নাকি আর সৌদি আরবে থাকতে চান না। কেন থাকতে চান না, সে কারণও উল্লেখ করেছিল সংবাদমাধ্যমটি- সৌদি আরবের সামাজিক জীবন নাকি আধুনিক দুনিয়া থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। সৌদি আরবে রোনাল্ডো এখনো সফল হতে পারেননি। গত জানুয়ারিতে ২০ কোটি মার্কিন ডলারে খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ক্রীড়াবিদ হিসেবে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন ৩৮ বছর বয়সি রোনাল্ডো। তাঁকে নিয়ে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি এখনো কোনো সাফল্য পায়নি। তাঁর ক্লাব সৌদি প্রো লিগে শীর্ষস্থান হারিয়েছে। তবে লিগ শিরোপার দৌড়ে টিকেও আছে। আর রোনাল্ডো লিগে এখন পর্যন্ত ১৪ গোল করেছেন। গতকাল আল শাবাবের বিপক্ষে রোনাল্ডো নিজের ১৪তম গোলটি পেয়েছেন। গোলটি অবশ্য রোনাল্ডো-ভক্তদের মন ভালো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে আল নাসরের ৩-২ গোলের জয় নিশ্চিত করেন পর্তুগিজ তারকা। দলের জয়, নিজের দারুণ গোল ম্যাচের পর রোনাল্ডো ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে। সেই মেজাজ থেকেই সৌদি আরবের প্রো লিগ নিয়ে নিজের ভাবনাটা জানিয়েছেন। রোনাল্ডো মনে করেন, সৌদি লিগকে অবশ্যই দুনিয়ার শীর্ষ পাঁচ লিগের একটি বানানো সম্ভব। দুনিয়ার সেরা পাঁচ লিগ ইউরোপে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা, ইতালীয় সিরি 'আ', জার্মান বুন্দেসলিগা আর ফ্রান্সের 'লিগ আঁ'। এই পাঁচ লিগের তিনটি-ইংলিশ লিগ, সিরি 'আ' আর লা লিগায় খেলেছেন রোনাল্ডো। কেরিয়ার শুরু করেছিলেন নিজ দেশের লিগের দল স্পোর্তিং লিসবনের হয়ে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্তাস আর স্পোর্তিংয়ে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে রোনাল্ডো সৌদি লিগকে নিয়েও আশাবাদী। সৌদি আরবের টিভি চ্যানেল 'এসএসসি'কে রোনাল্ডো বলেছেন, ''আমরা এখন অনেক ভালো খেলছি, সৌদি লিগ আরও ভালো হচ্ছে। আগামী বছর এটা আরও ভালো হবে।'' ধীরে ধীরে সৌদি আরবের লিগের মান আরও ভালো হবে বলেই মনে করেন রোনাল্ডো, ''আমি মনে করি, সৌদি আরবের লিগ ধীর ধীরে বিশ্বের সেরা পাঁচটি লিগের একটি হয়ে উঠবে। তবে এ জন্য সময় লাগবে, ভালো খেলোয়াড় লাগবে, পর্যাপ্ত অবকাঠামো লাগবে।'' সৌদি আরব দেশটার জন্যই এই লিগ সেরাদের কাতারে যেতে পারে বলে মনে করেন রোনাল্ডো, ''আমি বিশ্বাস করি, দেশ হিসেবে সৌদি আরবের অনেক সম্ভাবনা। সৌদি আরবের জনগণ দুর্দান্ত। তাই আমি মনে করি, এই লিগও একসময় দারুণ একটা লিগ হয়ে উঠবে।' সৌদি কর্তৃপক্ষ অবশ্য তেমনটিই চায়। শুধু চায়-ই না, সৌদি আরব লিগ ও তাদের ফুটবলকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর। এর প্রথম ধাপ হিসেবে তারা নিয়ে এসেছে রোনাল্ডোকে। তাঁকে আনতে বিপুল অঙ্কের অর্থও তারা খরচ করেছে। রোনাল্ডোর পর এবার সৌদি আরব হাত বাড়িয়েছে বিশ্বকাপজয়ী লিওনেল মেসিকে। খবর বেরিয়েছে, মেসিকে আনতে অকল্পনীয় অঙ্কের অর্থ প্রস্তাবও করেছে তারা। এমনকি কিছু সংবাদমাধ্যম এরই মধ্যে খবর দিয়ে দিয়েছে, আগামী জুনে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর মেসি সৌদি আরবেই খেলবেন। ২০১৮ সালে রোনাল্ডো রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর লা লিগায় রোনাল্ডো-মেসি দ্বৈরথ থেমে গিয়েছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগে এরপর জুভেন্তাসের হয়ে মেসির বিপক্ষে খেললেও গত জানুয়ারিতে সৌদি আরব চলে আসার পর ফুটবল-দুনিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই দ্বৈরথ পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কাই জেগেছিল। তবে মেসি সৌদি আরবে খেলতে এলে স্বাভাবিকভাবেই রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের দিকেই চোখ থাকবে ফুটবল-দুনিয়ার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501